জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ব্যর্থ বিএসএফ

বিএসএফের চোখের সামনে থেকে কৃষক কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা। রাজ্য প্রবল চাপে ৪ ঘণ্টার মধ্যে অপহৃতকে ফেরত দিয়ে যায় বাংলাদেশ

গরম ও অস্বস্তি বাড়বে

দক্ষিণে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। আজ গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। বুধবার থেকে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। বৃহস্পতিবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা

ভাষার অপমান সইব না ধর্মতলায় উঠল আওয়াজ

আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন তৈরি ইন্ডিয়া জোট শরিকরা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৭ ● ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২৩ ভাদ্র ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 107 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 9 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আজ মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন উত্তরে

প্রতিবেদন : আজ ফের উত্তরবঙ্গ রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল, বুধবার জলপাইগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে একাধিক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি চা-বাগান শ্রমিকদের হাতে জমির পাট্টা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও প্রশাসনিক বৈঠক, জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনাসভা, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা রয়েছে। বিশেষ করে ভুটান পাহাড় থেকে বর্ষার জলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও সংলগ্ন এলাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। বৃষ্টি-পরিস্থিতির দিকটিও মুখ্যমন্ত্রীর সফরের সূচি নির্ধারণে গুরুত্ব পেয়েছে। দীর্ঘদিন বাদে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে জলপাইগুড়ি ছাড়াও শিলিগুড়ি ও আশপাশের জেলাগুলির মানুষ মুখিয়ে রয়েছেন তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য।

ভেনিসে স্বীকৃতি পুরুলিয়ার অনুপর্ণার

উচ্ছ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে বাংলার মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : বাংলার সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। শিকড় রয়েছে জঙ্গলমহলের রাঙামাটিতে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের সম্মান অর্জন করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন নবীন পরিচালক অনুপর্ণা রায়। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, অনুপর্ণা রায় যে সম্মান পেয়েছেন, তা আর কোনও ভারতীয় পরিচালকের নেই। আমি মনে করি, তাঁর মুকুটপ্রাপ্তি আমাদের বাংলার মেয়েদের জয়। 'সংস অফ ফরগটেন ট্রিস' পরিচালনার জন্য অনুপর্ণা সেরার শিরোপা পেয়েছেন। তাঁর সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, অনুপর্ণা বিশ্বখ্যাত ভেনিস ফিল্ম (এরপর ১১ পাতায়)

ভোটাধিকারে দ্বাদশ নথি আধার কার্ড : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : আধার কার্ড নিয়ে এবারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। জানিয়ে দিল, বিহারের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে দ্বাদশ নথি হিসেবে হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আধার কার্ডকে। আরও স্পষ্ট করে বললে, বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে। এসআইআরের ক্ষেত্রে আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য করার জন্য নির্দেশ জারি করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত একথাও জানিয়ে দিল, আধার কার্ড কিন্তু নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। সোমবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর (এরপর ১১ পাতায়)

সৌজন্যে ক্রীড়ামন্ত্রী ■ নেতৃত্বে মহিলারা

নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ। মহিলা পরিচালিত পুজো। এবারের থিম দিঘার জগন্নাথধাম।

দিঘার জগন্নাথধাম এবার কলকাতাতে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও ভাবনায় এবং রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দিঘার জগন্নাথধাম এখন বাংলা তথা দেশের এক অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। জন্মজন্মান্তর তা থেকে যাবে। ইতিহাস তৈরি করেছেন বাংলার মা মাটি মানুষের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই জগন্নাথধাম দেখতে পাবেন কলকাতায়। পুজোর মণ্ডপ হিসেবে। একেবারে দিঘার রেপ্লিকা। সৌজন্যে নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ। মহিলা পরিচালিত এই পুজোতে নিশ্চিতভাবেই এবার জনতার ঢল নামবে। এখানকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক জ্যোতি চৌধুরী জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস তৈরি করেছেন। আমরা সেই ইতিহাসকে শুধু ছুঁয়ে দেখছি। আমাদের পূজামণ্ডপ এবার জগন্নাথধাম। অবশ্যই এই ভাবনা ও পরিকল্পনা আমাদের প্রিয় দাদা রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়ক অরূপ বিশ্বাসের। তিনি সবটুকু দিয়ে আমাদের পাশে না দাঁড়ালে আমরা এই এত বড় কাজের সাহসই পেতাম না। উনিই আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন তাই করতে পারছি। তবে এটুকু বলতে পারি, যাঁরা আমাদের মণ্ডপ দেখবেন তাঁরা চোখ ফেরাতে পারবেন না।

জ্যোতি বলেন, দিঘায় জগন্নাথধামে চারটি স্তর রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অত জায়গা নেই তাই একটি স্তর কম করতে হচ্ছে। এখানে সিংহদুয়ার, একটু জায়গা রেখে বিষ্ণুমূর্তি, গর্ভগৃহ, (এরপর ১০ পাতায়)

মতুয়া গড়ে জোর, সংঘবদ্ধ লড়াই

প্রতিবেদন : সোমবার ফের জোড়া সাংগঠনিক বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রথমে বনগাঁ ও দ্বিতীয়ার্ধে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় বিশাল অঙ্কের মতুয়া ভোট রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। তবে এই সাংগঠনিক জেলায় প্রভূত উন্নয়ন সত্ত্বেও বিজেপির ভোট কেন বেড়েছে তা নিয়ে বৈঠকে চর্চা হয়েছে। যেসব জায়গায় বিজেপির ভোট বেড়েছে সেখানে আরও বেশি করে দলের নেতৃত্বকে সময় ও নজর দিতে বলা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন (এরপর ১০ পাতায়)

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হতাশা

জীবনে কখনো হতাশ হও না
আঁধারেও হও জোনাকি,
চন্দ্র, সূর্য, তারাকেও দেখো
মনকে দিও না ফাঁকি।
হতাশা মনের বড় দূষণ
মনকে বিষাক্ত করে,
তাই হতাশাকে দাও দূরে ঠেলে
জীবন হোক কাজের তরে।
বিশ্বাস হোক জীবনের স্বপ্ন
ভরসা হোক বাঁচার আশা,
নব-নব প্রাণ জাগরিত হোক
হোক দূষণমুক্ত দিশা।

বামেদের বিরুদ্ধে নেপালে গণরোষ দখল হল সংসদ গুলিতে হত ২২

প্রতিবেদন : অগ্নিগর্ভ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। সামাজিক মাধ্যমগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যুবসমাজ। ঢুকে পড়ল সংসদে। লাগানো হল আগুন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ গুলি চালালে কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ২৫। আহত অন্তত ২০০। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মার নেতৃত্বাধীন বাম জোট সরকারের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি নিয়ে দেশের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছিল। তার মাঝেই সামাজিক মাধ্যমগুলি নেপাল সরকারের অনুমতি না নিয়ে দেশে সাইটগুলি চালু রাখায় সংসদ ২৬টি সমাজমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 September, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৯

বাঘাযতীন ও তাঁর চারজন সাথী এদিন বুড়িবালামের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। বালেশ্বরের বলরামগড়িতে বুড়িবালাম নদীর মোহানা, এখানে বুড়িবালাম মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। এদিন এখানেই বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেলে বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী। শুরু হয় সম্মুখ সমর। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বাঙালির এই প্রথম যুদ্ধ। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরি। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বাঘাযতীন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তর ফাঁসি হয়। জ্যোতিষ পাল কারারুদ্ধ অবস্থায় মারা যান। এই যুদ্ধের বিষয়ে কাজী নজরুল লিখেছিলেন, 'বাঙালির রণ দেখে যা তোরা ... বালাশোর, বুড়িবালামের তীর নবভারতের হলদিঘাট।'

১৫৪২

মেরি স্টুয়ার্ট (১৫৪২-১৫৮৭) এদিন স্কটল্যান্ডের রানি হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ'দিন। পিতা পঞ্চম জেমসের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে মেরিকে সিংহাসনে বসানো হয়। জীবনের শেষ ১৮ বছর গৃহবন্দি অবস্থায় কাটিয়েছেন। শেষে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

১৯৪৫

সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল, মা স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের দিদি এবং প্রখ্যাত লেখিকা। ইংরেজিতে অনার্স-সহ বিএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। কংগ্রেসের সম্মেলনে বন্দে মাতরম সঙ্গীতে 'সপ্তকোটি'র বদলে 'ত্রিংশকোটি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। উর্দু পত্রিকা 'হিন্দুস্থান'-এর সম্পাদক রামভুজ চৌধুরির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, গোখলে, তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে তরোয়াল ও লাঠি খেলার প্রচলন করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেত্রীরূপে বাঙালিদের মধ্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

১৯৭৬

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) এদিন মারা যান। লং মার্চের (১৯৩৪-৩৫) পর চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৯-এর পর কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এলে চেয়ারম্যান মাও গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনের সর্বোচ্চ নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। হুনানের এক কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন। দেশের কর্ণধার হিসেবে বৃহৎ উল্লম্ফন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো চিন সফরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেটাই জনসমক্ষে শেষবার আসা। এরপর একের পর এক হার্ট অ্যাটাকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এদিন বেলা চারটেয় সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়।

১৮১২

ভারতে প্রথম ব্যাঙ্ক নোট আনল কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল। প্রথম ব্যাঙ্ক নোটটি ছিল ২৫০ সিক্কা টাকার। এটি ছাপানোর দায়িত্ব পেয়েছিল ইংল্যান্ডের পারকিন্স হিথ অ্যান্ড কোং। এই নোটে সংখ্যা লেখা থাকত বাংলা, ফার্সি ও হিন্দিতে। এরপর এবছরই চালু হয় ৫০০ সিক্কা টাকার ব্যাঙ্ক নোট।

১৯২০

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) জন্ম নেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন' থেকেই এক নতুন রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিনু গোয়ালার গলি' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শেষ নমস্কার— শ্রীচরণেষু মাকে'। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তাসম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়ে বাংলা সাংবাদিকতায় নতুনত্ব আনেন। গতানুগতিক সাংবাদিকতার ধারায় বেশ পরিবর্তন আনেন। আপন মেধা, মনন এবং পরিশ্রমে তিনি বাংলা সংবাদপত্রে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষার প্রবর্তন করেন।

পার্টির কর্মসূচি

রিষড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে সোমবার উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান বিজয়সাগর মিশ্র,পুরসদস্য তথা রিষড়া শহর তৃণমূল সভাপতি মনোজ সাউ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯০

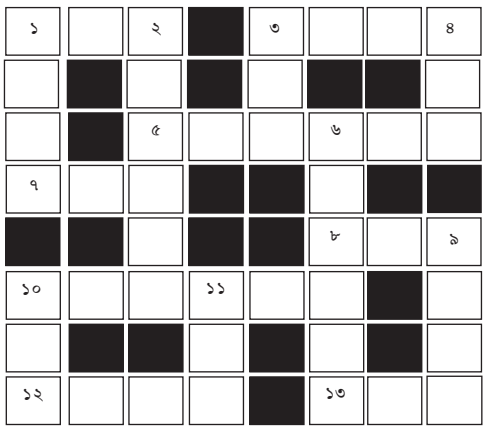

পাশাপাশি : ১. পৃথিবী, বসুন্ধরা ৩. অনির্বচনীয় ৫. এয়ার হোস্টেস ৭. সতর্ক, হুঁশিয়ার ৮. চিত্রশিল্পী ১০. গোড়ায় ভাল ১২. পূর্বোক্ত, উল্লিখিত ১৩. রঙিন।

উপর-নিচ : ১. প্রকাশ, স্ফূরণ ২. অনৈতিক ৩. কল্পনা করা ৪. রজ্জু, দড়ি ৬. অস্ত্রবাহক ৯. — পদভরে বীরদল চলে সমরে ১০. দৈর্ঘ্য ১১. উত্তম স্বাদ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৯ : পাশাপাশি : ১. খণ্ডপাল ৩. আমেন ৫. দোস্ত ৬. শুমার ৮. কই ১০. সাকিন ১১. সিতাভ ১৩. লব ১৫. রমেশ ১৮. জাম ১৯. মাকেন ২০. নাথবান।
উপর-নিচ : ১. খগান্তক ২. পাংশু ৩. আস্ত ৪. নক্ত ৫. দোরসা ৭. অনল ৯. ইসিজি ১২. ভরম ১৪. বলিদান ১৬. শপথ ১৭. মামা ১৮. জান।

৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৮১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৮৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৪৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১২	৮৭.৪১
ইউরো	১০৪.৮৩	১০২.৬২
পাউন্ড	১২০.৯৪	১১৮.৪০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেব

■ সৌমি তৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

9 September, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

বিজেপি-র ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ডোরিনায় ধরনা তৃণমূল যুব'র

বাংলাভাষা আমাদের মা, সইব না অপমান

প্রতিবেদন : বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে মঞ্চে এবার গর্জে উঠল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বাংলাকে বাগে আনতে না পেরে বিজেপি যেভাবে বাংলার বিরুদ্ধে, বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, সোমবার তার তীব্র প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূলের যুব ব্রিগেড। এদিনই প্রথমবার সেমিস্টার পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এদিনের সমাবেশের বেশিরভাগ সময়েই মাইক বাজানো বন্ধ রাখা হয়েছিল। সংগঠনের উত্তর কলকাতার যুব সভাপতি শান্তি কুন্ডু, দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়দের নেতৃত্বে ধরনা কর্মসূচিতে যুব নেতারা একসুরে বলেন, বাংলা ও বাঙালির উপর বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু এই অত্যাচার আজকে নতুন নয়। সর্বভারতীয় মিডিয়াগুলোর একাংশতে ২০১৪ সালের পর থেকেই বাংলাকে সারা দেশের সামনে ছোট করে দেখানো হয়। বাংলার নামে ক্রমাগত কুৎসা-অপপ্রচার রটানো হয়। সেখানে দেখানো হয়, বাংলায় নাকি মানুষ থাকতেই পারে না। বাংলা নাকি বসবাসযোগ্য নয়। অথচ আমরা এখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করি। ওরা এটা সহ্য করতে পারে না। আমাদের ভাষা আমাদের মা। তাই মাকে অপমান করলে বাঙালি চুপ করে বসে থাকবে না। মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করতে, তৃণমূল কংগ্রেসকে কলঙ্কিত করতে বিজেপি অনেকরকম চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করছে। আর কোনও রাস্তা না পেয়ে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এসআইআর-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে বাঙালিদের নাম কাটার চেষ্টা করছে। বলছে নাকি বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি! আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতো, একজন বাঙালিরও নাম কাটা হলে তৃণমূল কংগ্রেস আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে হাজির হয়ে কৈফিয়ত চাইবে! বক্তব্য রাখেন যুবনেতা সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।

উত্তরসূরির কলমে রাজা রাধাকান্ত দেব

অনুরাধা রায়

বাংলার নবজাগরণের সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বর্ণময় রাজা। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কথা প্রসঙ্গে যেসব ব্যক্তির নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন রাধাকান্ত দেব। এই সময়ে বাঙালি যে নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নবজাগরণকে তরান্বিত করতে পেরেছিল, তার নেপথ্যে ছিলেন এই রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষেরা। রাধাকান্ত দেবের জীবনী, তাঁর কাজ আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চান প্রতিটি বাঙালি। বর্ণময় রাজার উত্তরসূরিই উদ্যোগ নিয়েছেন প্রত্যেকে তাঁর বিষয়ে জানাতে। শোভাবাজার রাজ পরিবারের তিরিশতম পুরুষ সৌমিতনারায়ণ দেব রাজা রাধাকান্ত দেবকে নিয়েই লিখেছেন বই। প্রকাশলগ্নও আসন্ন। সতীদাহ রদ কিংবা বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রাধাকান্ত। তাই তাঁকে নিয়ে লেখা বইটি প্রাকশিত হচ্ছে পিতৃপক্ষের অবসান অর্থাৎ মহালয়ার দিন। লেখক জানিয়েছেন, বইয়ের তথ্যগুলির ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ এস কুমার। তথ্যগুলি নিয়ে ছবি এঁকেছেন প্রবীরকৃষ্ণ দেব। রাজার লেখার আগ্রহ জন্মাল কবে থেকে? প্রশ্ন করতেই সৌমিতবাবু উত্তর দিলেন, এটি আমার দ্বিতীয় বই। খুব ছেলেবেলা থেকেই মূল আকর্ষণ পুরনো কলকাতার ইতিহাস চর্চায় এবং তার সঙ্গে নিজের বাড়ির ইতিহাস জানার চেষ্টা ছিল আমার। শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ থেকে বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি। একটি ব্রিটিশ বহুজাতিক সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম। কর্পোরেট পরিবেশে কাজ করেছি দীর্ঘ ১৫ বছর। অবসরের পর পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে আরও বেশি নাড়াচাড়া এবং পড়ালেখা শুরু করি। শোভাবাজার রাজবাড়ির বর্ণময় ইতিহাস উত্তরাধিকার সূত্রে যার অনেকটাই খুব কাছ থেকে পাওয়া আর একবারে ভিতর থেকে দেখা। বর্ণময় স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এই বইটির কথাগুলি পাঠককে আনন্দ ও বেদনার স্মৃতিমেদুরতায় ভরিয়ে রাখবে এটাই বিশ্বাস।

■ প্রচ্ছদে বর্ণময় রাজা। মহালয়ায় প্রকাশিত হবে এই বই।

নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন উচ্চমাধ্যমিক সেমিস্টারের প্রথম দিনের পরীক্ষা

প্রতিবেদন : সুষ্ঠুভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা। সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার শুরু হল। দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্যেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে সেমিস্টার ব্যবস্থায়। প্রথম দিন ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রথম দিন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং সংসদ সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান। তিনি জানান, উচ্চমাধ্যমিকে এই প্রথমবার ওএমআর শিটে পরীক্ষা হল। গোটা রাজ্যের কোথাও কোনও অভিযোগ নেই। সেই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ওএমআর শিট দেওয়া হয়েছে বলেও জানালেন সংসদ সভাপতি। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, গোটা রাজ্যেই প্রথম দিনের পরীক্ষার পরে কোনও ধরনের অভিযোগ নেই। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। সংসদ সভাপতি জানান, সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই ওএমআর শিটে হয়। উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওএমআর-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমদিন যে কেন্দ্রে পরিদর্শনে যান সংসদ সভপতি সেখানেই ১০-১২টি অতিরিক্ত ওএমআর দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

■ পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে সংসদ সভাপতি চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য, সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ও অন্য আধিকারিকরা। সোমবার।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 September, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

কোর্টে থাপ্পড়

সুপ্রিম কোর্টে আবার জোর ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কোন কোন নথি বাধ্যতামূলক করা হবে অথবা স্বীকৃতি দেওয়া হবে সে নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নানা ধরনের কথার জাগলারি চালিয়ে যাচ্ছিল। কখনও বলেছে ভোটার কার্ড চলবে, কখনও বলেছে আধার কার্ডে হবে না। আবার কখনও বলেছে বাবা-মায়ের জন্মের শংসাপত্র হাজির করতে হবে। প্রত্যেক দিন নতুন নাটক। আসল উদ্দেশ্য কেন্দ্রের ইস্যুগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা। সেখানেই সোমবার জোর ধাক্কা খেল কমিশন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য দ্বাদশ নথি হিসেবে মানতে হবে বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্যের হল, এই বিজেপি সরকারই আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করেছিল। আধারের সঙ্গে প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, গ্যাসের নম্বর-সহ সব কিছু যুক্ত করেছিল। হঠাৎ বলছে, এটার দাম নেই। দেশটা কি নির্বাচন কমিশনের পৈতৃক সম্পত্তি? দেশের মানুষকে নানা ইস্যুতে ব্যতিব্যস্ত করে রাখাই কি উদ্দেশ্য? এর আগে নোটবন্দির নামে শতাব্দীর হাস্যকর নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে আসলে এই দলটির হাতে দেশ মোটেই সুরক্ষিত নয়। এখন পরাজয়ের আতঙ্কে কমিশনকে নিজস্ব গাড়িচালকের ব্যবহার করছে কেন্দ্রের সরকার। বিহারে দু'মাস আগে ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছে, তখন নাম বাদ দেয়নি। এসআইআর করতে গিয়ে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ! ভোটে জিততে বিজেপির এই জোচ্চুরি দেশ কিন্তু মানবে না।

e-mail থেকে চিঠি

নিত্য দুঃস্বপ্নের যাত্রা

বিপত্তি কলকাতা মেট্রোর সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে টালিগঞ্জগামী প্রতিটি বাসে দেখা গিয়েছে বাদুড় ঝোলা ভিড়। অনলাইনে বুকিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন অ্যাপ-ক্যাব চালকরা। এই সুযোগে পোয়া বারো অটো চালকদের। অসহায় যাত্রীদের প্রতি তাঁদের মনোভাব, 'দেখ কেমন লাগে' গোছের! ফলে মর্জিমাফিক ভাড়া হাঁকান তাঁরাও। গড়িয়া-টালিগঞ্জ রুটের যাত্রীদের থেকে ছয়-সাত গুণ বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কিছু অসাধু অটো চালকের বিরুদ্ধে। সোমবার প্রথম কাজের দিন সকাল ৯টার কিছুক্ষণ আগে কবি নজরুল স্টেশনে মেট্রোর একটি রেক খারাপ হয়ে যায়। যার জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পরিষেবা সচল থাকলেও উল্টো পথে তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। টালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো। সৃষ্টি হয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। স্টেশন থেকে পথে রাস্তায় বেরিয়েও হয়রান হতে হয় যাত্রীদের। ছুটির তিন দিন 'ভাল সার্ভিস', অফিসকাছারি খুলতেই মেট্রো যে কে সেই! এ ভাবে আর কত দিন? প্রশ্ন আমাদের মতো ভুক্তভোগী যাত্রীদের। সোজা কথাটা সহজভাবেই বলছি। পর পর তিন দিন 'ছুটি' ছিল। শুক্র, শনি এবং রবিবার। শুক্রবার শিক্ষক দিবসের কারণে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের যাতায়াত ছিল না। আর শনি এবং রবি সপ্তাহান্ত। বিপুল যাত্রীর চাপ থাকে না। এই তিন দিনে স্বাভাবিকই ছিল মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ বিবৃতি জারি করে তা 'প্রচার'ও করেছিলেন। কিন্তু তিন দিনের ছুটি শেষে সপ্তাহের প্রথম দিনে অফিস-কাছারি খুলতেই ফের বিগড়ল মেট্রো! ফের যাত্রীভোগান্তি উত্তর-দক্ষিণে (ব্লু লাইনে)। কলকাতায় তিন মেট্রোপথের সংযুক্তির খবর যাত্রীদের মধ্যে যতটা উচ্ছ্বাসের জন্ম দিয়েছিল, পরিষেবা সংক্রান্ত ভোগান্তিতে সেই উৎসাহ ইতিমধ্যেই ফিকে হতে শুরু করেছে। ইস্ট-ওয়েস্ট (গ্রিন লাইন) এবং নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর (ইয়েলো লাইন) মেট্রোর পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের ততটা অভিযোগ না থাকলেও সাবেক উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো নিয়ে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। পুজো আসন্ন। ফলে নানা প্রয়োজনে মেট্রোয় সফরের তাগিদ বাড়ছে। এই অবস্থায় যাত্রী পরিষেবায় ভোগান্তি মানা হয় না। কত দিনে মেট্রোর পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ভাবে কিছু জানান।

— সৃজনী বসাক, যদু মিত্র লেন, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আবার জারি হল কালো আইন

২০১৯ সালে ধর্মের ভিত্তিতে সিএএ আইন এনেছিল কেন্দ্র। ছ'বছর পরে ফের ধর্মকে সামনে রেখেই নির্দেশিকা জারি করল মোদি সরকার। রাজ্যের আসন্ন ভোটে মতুয়া ভোট যাতে বিজেপির থেকে সরে না যায়, সেই লক্ষ্যে নির্দেশিকা জারি হল। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের রক্ষাকবচের কৌশল নিল মোদি সরকার। লিখছেন **পূর্ণেন্দু বসু**

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫ জারি করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বা ফরেনার্স অন্তর্ভুক্ত। বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইনের একটি নির্দেশিকা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। যা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে নাগরিকত্ব বিতর্ক এবং মতুয়া রাজনীতি উসকে দিল। এই নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে বঙ্গ-বিজেপির নেতারা মায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পর্যন্ত দাবি করে বসলেন, নাগিরকত্ব পাওয়ার আবেদনের সময়সীমা ২০১৪-এর পরিবর্তে ২০২৪ অর্থাৎ ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য বিজেপি দাবি করে, নতুন আদেশের ফলে ২০১৪-২০২৪ পর্যন্ত যাঁরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তাঁরাও নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য বিজেপি মতুয়া সমাজকে সামনে রেখে এ-নিয়ে প্রচারের ঝড় তুললেও, তাঁদের সব দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে (সিএএ) কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই সময়সীমা পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই নেই।

তা ছাড়া, যে নির্দেশিকাটি দেওয়া হয়েছে তা বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে। তার সঙ্গে নাগরিকত্ব আইনের সম্পর্কই নেই।

গত সোমবার থেকে দেশে-বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন কার্যকর হয়েছে। যার মূল প্রতিপাদ্য হল, বৈধ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করলে বা এ দেশে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আইনে ছাড় পাবেন কারা? একটি নির্দেশিকায় বলা হয়, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি, জৈন ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যদি ধর্মীয় উৎপীড়নের ভয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে আশ্রয় নেন এবং তাঁদের কাছে যদি বৈধ নথি বা পাসপোর্ট না থাকে কিংবা বৈধ নথি বা পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তা হলেও তাঁরা ছাড় পাবেন। অর্থাৎ ভারতে থাকার বৈধ নথি না থাকলেও, ওই বিদেশিদের গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ।

সমগ্র বিষয়টি এত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে এক জটিল নির্বাচনী খেলা। রাজ্যের আসন্ন ভোটে মতুয়া ভোট যাতে বিজেপির থেকে সরে না যায়, সেই লক্ষ্যে ওই নির্দেশিকা জারি করা হল। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের রক্ষাকবচের কৌশল নিল মোদির সরকার। ২০১৯ সালে ধর্মের ভিত্তিতে সিএএ আইন এনেছিল কেন্দ্র। ছ'বছর পরে ফের ধর্মকে সামনে রেখেই নির্দেশিকা জারি করল মোদি সরকার। আইনের পরিধির বাইরে রইলেন বেশ কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়। যাদের মধ্যে প্রধান হল মুসলিমরা।

এটা সংবিধান-বিরোধী।

এখানেই হল বিজেপির রাজনৈতিক খেলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর, নাগরিকত্বের সময়সীমা বাড়ল বাড়ল বলে বাজার মাত করলেন কেন? একই ট্যুইট করেন, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারি। সমর্থন জানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদও। তারপর ওনারা তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। এরপর ওই নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে আবার সুকান্ত তাঁর পুরনো বক্তব্যেই ফিরে যান। সঙ্গে সঙ্গে নানা গোলমেলে কথাও বলতে শুরু করেন।

এর মানে দাঁড়াল, একদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য আবার সুকান্তরা যাতে বাংলায় ভোটের সুবিধা পায়, সেজন্য একটা নির্দেশিকা। এটা সম্পূর্ণ দ্বিচারিতা। এরই মধ্যে অপর একটি বক্তব্যে জানানো হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর যাঁরা এদেশে এসেছেন, তাঁরা সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব না পেলেও

প্রচলিত পুরনো আইনে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। কারণ এই আইনে যে কেউ ভারতে টানা ১১ বছর বাস করলে, তিনি নাগরিক হওয়ার অধিকারী।

কথায় আছে, দুর্বৃত্তের ছলের অভাব হয় না। যা যা বলা হচ্ছে, তার জন্য যে পুনরায় আইন সংশোধনের প্রয়োজন আছে— তাও গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আর একটি প্রশ্নও সামনে আসছে। যখন দেশ জুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে, তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, বাংলাদেশের সীমানায় নিয়ে গিয়ে 'পুশব্যাক' করা হচ্ছে, এমন সময়ে এই নয়া আইনটি কেন চালু করা হল? সেই সময়ই আবার সব রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প খোলার নির্দেশই বা দেওয়া হল কেন? খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, ভোটার তালিকা সংশোধন, ভোট চুরি বা বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ থেকে নজর ঘোরাতে অনেক বেশি রাতে গেজেট 'বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই আইনে নাগরিকত্ব মিলবে না। শুধু শরণার্থীর মর্যাদা পাওয়া যাবে। তারপর কী হবে? বোঝাই যাচ্ছে, একবার শরণার্থী হিসাবে নাম নথিভুক্ত হলে, তারপর 'ডিটেনশন ক্যাম্প'। তারপর 'পুশব্যাক' আবার বাংলাদেশেও

'ডিটেনশন ক্যাম্প', 'ডি' ভোটার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার হারিয়ে এই অসহায় মানুষগুলি রাষ্ট্রহীন, দেশহীন, অধিকারহীন অবস্থায় বাকি জীবন কাটাতে বাধ্য হবেন। কোনও সুসভ্য রাষ্ট্রে এই অমানবিক কাজ হতে পারে না। তাই, প্রতিবাদ ও গণপ্রতিরোধই একমাত্র পথ। আবার সম্প্রতি বলবৎ হওয়া অভিবাসন ও বিদেশি আইনে স্রেফ সন্দেহের বশে কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। পদমর্যাদায় তিনি হেড কনস্টেবল হলেই চলবে। ওই আইন কার্যকর হওয়ায় বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কর্মরত বাঙালি মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। পুলিশের হাতে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়াই চিন্তার বিষয়। বেশ কিছু কাল ধরে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বিদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বৈধ কাগজ থাকলেও, তাঁদের বিদেশি বলে টাকা চাওয়া হচ্ছে। না পেলে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হচ্ছে। এবার তো সেই বেআইনি ধরপাকড়কে আইনি রক্ষাকবচ দিয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। সন্দেহের বশে যে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে। এর ফলে বাঙালি মুসলিম পরিযায়ীদের উপর পুলিশের জুলুম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ধরপাকড় বাড়লে হিন্দু-মুসলিম, উভয় ধর্মের পরিযায়ী শ্রমিকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ওদের সন্দেহ, মুসলিম অনুপ্রেবশকারীদের কারণে দেশের সীমান্তের জনবিন্যাস পাল্টানোর পাশাপাশি দেশবাসীর জীবিকায় টান পড়েছে। এই যুক্তি দেখিয়ে কোনও তথ্য ছাড়াই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওদের দাবি, এই অনুপ্রেবশকারীদের প্রায় সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমর্থক এবং ওই সমর্থন সরে গেলে রাজ্যে পালাবদল সম্ভব। তাই পরিকল্পনা করেই মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করা হচ্ছে। এর কোনও বাস্তব-ভিত্তিক তথ্য নেই। সবটাই হচ্ছে সন্দেহের বশে। পরোয়ানা ছাড়া এই গ্রেফতারের নির্দেশ এককথায় ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি এবং সেই কারণেই আর একটা কালা কানুন জারি করা হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলির খানাকুলে বন্যাপীড়িতদের বাছুর তুলে দিলেন কর্মাধ্যক্ষ

রবিবারেও ফের ভিন রাজ্যের বহু পরীক্ষার্থী তৈরি প্রশাসন

প্রতিবেদন : এসএসসির দ্বিতীয় দফার পরীক্ষাতেও থাকছেন বহু ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী। কমিশনের অন্দরের খবর, সংখ্যাটা প্রায় দশ শতাংশ হবে। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধে না হয়, তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি ফের শুরু হয়েছে। একদিকে কমিশন ব্যস্ত পরীক্ষা, সেন্টার, পরিদর্শক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। অন্যদিকে প্রশাসন পরপর বৈঠক করে চলেছে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা করার উদ্দেশে। এর মাঝেই বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর নেতৃত্বে ফের নানা ধরনের চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফায় প্রশ্নফাঁসের নানা মিথ্যা খবর চাউর করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে গদ্দার। মিথ্যাচারের অভিযোগে তারই সহযোগী বিজেপির ক্যাডার গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রেও কঠোর। আগেরবারের মতো এবারও যদি কোনও ভুয়ো পোস্ট বা মিথ্যাচারের খবর প্রকাশ্যে আনা হয় তাহলে কঠোর পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছে, বিজেপির রাজনীতিটাই হল ধ্বংসাত্মক। মানুষের চাকরি হলে তাদের রাজনীতির ক্ষতি। তাই চাকরি আটকাতে বারবার আদালতের দরজায় যায়। এসএসসি পরীক্ষা আটকাতেও কোর্টে গিয়েছে। কিন্তু ঝামা ঘষে দিয়েছে আদালত। ভবিষ্যতে একই ঘটনা ঘটবে।

তিস্তার জলপ্রকল্পে বাড়ছে বিপদ, সমীক্ষা শুরু রাজ্যের

প্রতিবেদন : তিস্তার ওপর নির্মিত পাঁচটি বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং কীভাবে বিপদ বাড়িয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। সেচ দফতর জানিয়েছে, পাহাড় থেকে মেখলিগঞ্জ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৯২ কিলোমিটার নদী অববাহিকা জুড়ে মর্ফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা হবে। সমীক্ষার ফলের ভিত্তিতে তৈরি হবে তিস্তা নিয়ন্ত্রণে ডিপিআর। তা পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক ও ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে।

সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দু'টি ও সিকিমের তিনটি—মোট পাঁচটি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে তিস্তার ওপর। এগুলির প্রভাব নদীর উপর কতটা ভয়ঙ্কর, তার সমীক্ষা জরুরি। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের অক্টোবরে লেক বিপর্যয়ের পর থেকেই সমতলে নদীগর্ভ উঁচু হয়ে গিয়েছে, জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। এর সঙ্গে সিকিম থেকে নেমে আসা বালি, পাথর, নুড়ি ও গাছের অংশ নদী ভরাট করছে। রাজ্য ইতিমধ্যেই সহযোগিতার জন্য সিকিম সরকারকে চিঠি পাঠালেও সদর্থক সাড়া মেলেনি। মানস ভুঁইয়া বলেন, তিস্তার বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রকেও জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তাঁর আশঙ্কা, এবছর অন্তত তিনবার তিস্তা রাস্তা গিলে খেয়েছে, ভাঙনের গ্রাসে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুজোর পর রাজ্য সমীক্ষা শুরু করছে। তিস্তা নদীর গতিপথ বদলাচ্ছে, খাত চওড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই সমীক্ষায় দেখা হবে প্রতিদিন কত পাহাড়ি আবর্জনা নামছে, জলের তোড়ে কতটা ভেসে যাচ্ছে, নদীর জলধারণ ক্ষমতা কতটা আছে।

■ নন্দন চত্বরের অবনীন্দ্র সভাঘর। প্রয়াত কবি রূপক চক্রবর্তীর স্মরণ ও তাঁর জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও অন্য বিশিষ্টজনেরা। সোমবার।

চাঁচলের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : চাঁচলের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মানজনক মন্তব্য করার অপরাধে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য এবি সোয়েলকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একইসঙ্গে চাঁচল কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দেশের মনীষী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংগঠনের নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনও কাজ বরদাস্ত করে না। সেই সঙ্গে বাংলার স্বার্থবিরোধী ও বিজেপির বিদ্বেষমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত থাকবে।

মিথ্যা-অপপ্রচার বিভ্রান্ত না হওয়ার বার্তা দিল পুলিশ

প্রতিবেদন : আর কিছুদিন পরই শারদোৎসবে মাতবে আপামর বাঙালি। কিন্তু তার আগে ফের বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে কুৎসা-অপপ্রচার একাংশের মিডিয়ার। একটি বাংলা সংবাদমাধ্যম সীমান্ত এলাকার পুজোয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কামূলক অপপ্রচার করছে। রাজ্য পুলিশ অবশ্য এক্স মাধ্যমে সেই খবরের ছবি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত না হওয়ার বার্তা দিয়েছে। রাজ্য পুলিশের বক্তব্য, এটি বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবর। প্রতিবারের মতোই এবারও রাজ্যের সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে এবং শান্তিতে সুসম্পন্ন করতে প্রস্তুত রয়েছে। বিভ্রান্ত হবেন না।

পুজো-পরিষেবায় উদ্যোগ মেয়রের

প্রতিবেদন : হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই শারদোৎসবে মাতবে আপামর বাঙালি। ইতিমধ্যেই শহর কলকাতার বিশেষ বিশেষ রাস্তায় রংচঙে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে পুজো-পুজো আমেজ এসে গিয়েছে। এবার শহরের পুজো-প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠকও সেরে ফেললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সোমবার পুরভবনে মহানাগরিকের নেতৃত্বে বৈঠকে বসে কলকাতা পুলিশ, দমকল, পূর্ত দফতর, এইচআরবিসি, রেল, সিইএসসি, বন্দর কর্তৃপক্ষ-সহ একাধিক দফতর। ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, তারক সিং, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভিন্ন বরো চেয়ারম্যান ও পুরসভার রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল সরবরাহ-সহ সমস্ত বিভাগের আধিকারিকরা।

বৈঠকে শহরের বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা থেকে শুরু করে পুজোর সময় পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, নিকাশি ব্যবস্থা-সহ একগুচ্ছ বিষয়ে আলোচনা হয়। উৎসবের মরশুমে শহরবাসীর যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, তার জন্য বিভিন্ন দফতরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বন্দর ও পূর্ত দফতরের অধীনস্থ রাস্তাগুলি অবিলম্বে মেরামতির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে আবেদন জানান। বৈঠক শেষে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে বলেন, এই মুহূর্তে শহরের রাস্তাঘাট মোটামুটি ঠিকই আছে। কিছু কিছু রাস্তা মেরামতির কাজ বৃষ্টির জন্য কিছুটা দেরি হয়েছে। সেগুলো ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। এছাড়াও অতিবৃষ্টির জন্য পুরসভার নিকাশি বিভাগ প্রস্তুত থাকবে। পুরসভায় কন্ট্রোল রুম ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে।

এদিনের বৈঠকে শহরে যেসমস্ত রাস্তায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে পিচের ক্ষতি করে, পুলিশের কাছে সেই

রাস্তাগুলির রিপোর্ট চেয়েছেন মেয়র। সেই রাস্তাগুলিতে ১০০ শতাংশ পেভার্স ব্লকের ব্যবহার করা হবে। বৈঠকে গড়িয়াহাট-গোলপার্ক এলাকায় পার্কিং সংক্রান্ত সমস্যার কথা উঠলে মেয়র অবিলম্বে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। পুজোর সময় শহরের সব 'পে অ্যান্ড ইউজ' টয়লেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খাঁটি টলিউড তালিকা জমা ফেডারেশনের

প্রতিবেদন : আদালতের নির্দেশ মেনে কমিটিতে কারা থাকবে তাদের নাম জমা দিল ফেডারেশন। ফেডারেশন বনাম পরিচালক মামলায় কোর্ট জানিয়েছিল, কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। সেই নির্দেশেই এই তালিকা। পরিচালকদের কমিটিতে মুম্বইয়ের আদিল হুসেন, হনসল মেহতার মতো নাম থাকলেও ফেডারেশনের তালিকায় সকলেই টলিউডের। ফেডারেশনের তালিকায় দেব, জিৎ, প্রসেনজিৎ, গৌতম ঘোষ, অরিন্দম শীল, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাহুল মুখোপাধ্যায়, পাভেল, শ্রীকান্ত মেহতা, নিশপাল সিং, সোমনাথ কুণ্ডুরা রয়েছেন। দুই তালিকা থেকে চূড়ান্ত তালিকা করবেন তথ্য-সংস্কৃতি সচিব।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান

■ চেতলার মাতালিবাগানের শিবিরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

■ সাগর ব্লকের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। সুরেশ চন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবিরে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা প্রমুখ।

■ রায়দিঘির কুমড়াপাড়া অঞ্চল। শিবিরে বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সোমবার।

■ শ্রীরামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। ৯০ ও ৯১ নম্বর বুথের শিবিরে পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, সন্তোষকুমার সিং, ঝুম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবিরে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী-সহ অন্যরা। সোমবার।

■ কাকদ্বীপের শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। ৫০ ও ৫১ নম্বর বুথ নিয়ে শিবির। রয়েছেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ও অন্যরা।

মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পথে নামলেন মহিলারা। হেরোইনের প্যাকেট নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল বিক্রেতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বাদুড়িয়া থানার লবঙ্গ দাসপাড়া এলাকায়

কলকাতা 'শ্রী'র জমজমাট উদ্বোধন, আবেদন গ্রহণ শুরু

প্রতিবেদন : বাংলার আকাশে-বাতাসে এখন পুজো-পুজো গন্ধ। উৎসবের সেই আমেজ আরও বাড়িয়ে দিয়ে সোমবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল কলকাতা পুরসভার কলকাতা 'শ্রী' পুজো প্রতিযোগিতার। প্রতিবারের মতো এবারও শহরের পুজোগুলিকে সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা শৈল্পিক উৎকর্ষ, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা ভাবনা-সহ একগুচ্ছ বিভাগে পুরস্কৃত করা হবে। তার জন্য এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে আবেদন জমা শুরু হয়ে গেল। কলকাতা পুরসভা আয়োজিত কলকাতা 'শ্রী'র উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ছিলেন পুরসভার বিভিন্ন মেয়র পারিষদ থেকে শুরু করে বরো চেয়ারম্যানরা। মঞ্চ থেকেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেন, বাংলার দুর্গাপুজোকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে বাংলার মুখ হয়ে লন্ডন টাইমস স্কোয়ারে যাচ্ছেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। মহানাগরিক জানান, বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো জাতীয় উৎসব। আর এই উৎসবকে বাংলা ছাড়িয়ে বিশ্বের মাজারে পৌঁছে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার জন্যই আজ দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, অর্থনৈতিক বিপ্লবও বটে। কারণ, এই উৎসবকে ঘিরে বাংলায় এখন ১ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতা 'শ্রী' প্রতিযোগিতায় আবেদন করা যাবে। কলকাতা পুর-এলাকার বাড়ি ও আবাসনের পুজো বাদে সব পুজো কমিটিই অনলাইন এবং অফলাইন মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। তবে মেয়র এবং মেয়র পারিষদদের পুজো এই প্রতিযোগিতার বাইরে।

■ উদ্বোধনে ফিরহাদ হাকিম, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সন্দেশখালিতে ভরা কোটালে ভাঙল নদীবাঁধ, মেরামতে তৎপর প্রশাসন

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : বৃষ্টি চলছিলই। এর মধ্যে দোসর হল পূর্ণিমার ভরা কোটাল। ফলে জলের তোরে ভাঙল বাঁধ। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তৎক্ষণাৎ শুরু হয় বাঁধ মেরামতির কাজ।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালির রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যবেড়িয়া এলাকায় রবিবার পূর্ণিমার ভরা কোটালের জেরে নদীবাঁধ ভেঙে যায়। সোমবার দুপুরে গৌড়েশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে ভরা কটালের তোড়ে হু হু করে গ্রামে ঢুকে পড়ছে জল। মুহূর্তের মধ্যে সেই জল ভেড়ি ছাপিয়ে গ্রামে ঢুকে মাছ চাষে বিপুল ক্ষতি করছে। একইসঙ্গে নোনা জল ঢুকে পড়ছে চাষের জমিতেও। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে একাধিক গ্রাম ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতির এমন রোষে বহুবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সুন্দরবন। অতীতে আমফান, ইয়াস, আয়লার মতো ঘূর্ণিঝড় নদীবাঁধকে একাধিকবার দুর্বল করে দিয়েছে। ভেঙেছে জনজীবনের ভিত, বিপন্ন হয়েছে সুন্দরবনের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো। বারবার বাঁধ ভাঙনই এই বিপদের মূল কারণ বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ব্লক প্রশাসন ও সেচ দফতরের আধিকারিকরা। জরুরি মেরামতির কাজের শুরু হয়। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। বাঁধের কাজ চলছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।।

পুজোর আগে ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রফতানি করবে বাংলাদেশ

প্রতিবেদন : বাংলায় দুর্গাপুজোর বাজারে আসছে বাংলাদেশি ইলিশ। পুজোর আগেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রফতানির অনুমতি মিলেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার মেট্রিক টন। ফলে এবার পদ্মার ইলিশ সে অর্থে দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে। বাংলাদেশ জানিয়েছে, দেশে সরবরাহ কম থাকলেও উৎসবের মরশুমে ভারতের জন্য ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি কেজি ইলিশ ন্যূনতম সাড়ে ১২ ডলারে রফতানি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় রফতানি নীতি (২০১৫-১৮)-তে শর্তসাপেক্ষে ইলিশ রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে বিদেশে ইলিশ পাঠানোর প্রথম অনুমতি মেলে ২০১৯ সালে। সেই থেকে ২০২১ পর্যন্ত প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে ভারতেও ইলিশ পাঠানো হয়। পরে শেখ হাসিনার সরকার ইলিশ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও উৎসবের মরশুমে তা বহাল থাকে। হাসিনা সরকারের পতনের পরে ইলিশ রফতানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে ভারতে ইলিশ পাঠানো যাবে না বলে জানিয়ে দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস। তবে পরে সিদ্ধান্ত বদলে অনুমতি দেওয়া হয়।

ভোটার তালিকা দিল্লির সম্মেলনে যাচ্ছেন সিইও

প্রতিবেদন : মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবারই দিল্লি রওনা হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। ভোটার তালিকায় যাতে বৈধ নাম কোনওভাবে না বাদ যায় সেই বিষয়টি তিনি এই সম্মেলনে তুলে ধরবেন। ইতিমধ্যেই কমিশনের নির্দেশে ইআরও, এইআরও এবং বুথ লেভেল অফিসার-সহ সমস্ত শূন্যপদ পূরণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আর মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ বুথে বিএলও নিয়োগ বাকি রয়েছে। সোমবার জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, ইআরও এবং ওসি ইলেকশনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

পঞ্চায়েত সদস্যাকে গুলি, গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, নব বারাকপুর: কালীমন্দিরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল নিউ বারাকপুরের দক্ষিণ তালবান্দা এলাকায়। এরপর এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যা ঝর্না সরকার। মূল দুই অভিযুক্তকে তিনি শাসানোর পরেই ওই পঞ্চায়েত সদস্যার উপর গুলি ছোঁড়ে এক অভিযুক্ত। যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেঁচে যান ওই মহিলা। এই ঘটনার পরেই গ্রেফতার করা হয় দুই মূল অভিযুক্ত প্রণব বিশ্বাস ও রাহুল মণ্ডলকে। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এলাকার ওই মন্দিরে একটি চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। পঞ্চায়েত সদস্যা ঝর্না সরকারকে খবর দেন। সেই সময় লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

ডিএ'র রায়দান রিজার্ভ সুপ্রিমে

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মামলায় রায় রিজার্ভ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি পি কে মিশ্রর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পরে রায় রিজার্ভ করার কথা জানান। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে সবপক্ষকে সাবমিশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, রাজ্য তাদের মতো করে ডিএ দিতেই পারে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করা যায় না। তবে আদালতের সিদ্ধান্ত মানতে হবে সব রাজ্যকে।

■ হাওড়া জেলা (সদর) আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য জগৎবল্লভপুরে সচেতনতা শিবির। রয়েছেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ অন্যরা।

■ উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার প্রথম দিনে হাওড়ার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের হাওড়া জেলার সভানেত্রী বনশ্রী তলাপাত্র। সোমবার।

বাংলাই এখন সেরা, সাক্ষরতা দিবসে বার্তা দলীয় নেতৃত্বের

প্রতিবেদন : বাম শাসনের অবসানের পর ২০১১ সাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ক্রমাগত বাড়ছে বাংলার সাক্ষরতা। দেশের সবচেয়ে সাক্ষর রাজ্যগুলির মধ্যে এখন বাংলা অন্যতম। সোমবার 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উপলক্ষে রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের আয়োজনে ইকো পার্কের উৎসারীতে উদযাপিত হল বাংলার এই সাক্ষরতা অভিযান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুলা চৌধুরী, মলয় ঘটক, সব্যসাচী দত্ত, পিয়ালি বসাক-সহ অন্য বিশিষ্টরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যকে ১০০ শতাংশ সাক্ষর করার স্বপ্নকে সফল করতে আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে বার্তা দেওয়া হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, ২০১১ সালের আগে রাজ্যের মানুষ জানতেনই না যে জনশিক্ষা প্রসারের মতো কোনও দফতর সরকারে রয়েছে। আর এই দফতরের মাধ্যমেও যে মানুষের উন্নয়ন সম্ভব, সেটা বাম সরকার কখনও ভেবেই দেখেনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব দফতরে যে উন্নয়নের জোয়ার এনেছেন, এই দফতরও তার বাইরে নয়। এদিনের অনুষ্ঠানে 'সহায়' নামে একটি বিশেষ অ্যাপও উদ্বোধন করা হয়।

প্রতিশ্রুতি পূরণ অভিষেকের

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: ফের একবার কথা দিয়ে কথা রাখলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের পথে আরও এক ধাপ এগোলেন তিনি। বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করলেন প্রায় ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৪১ টাকা। কলকাতা থেকে মাঝেরহাট হয়ে বাটা বজবজ সাতগাছিয়া গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোড। তিনটি বিধানসভা মহেশতলা, বজবজ, সাতগাছির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই ট্রাঙ্ক রোড। বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তা খারাপ হতে শুরু করতেই বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। এরপরেই ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০,৩৪১ টাকা রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর বরাদ্দ করে। বাটা মোড় থেকে আছিপুর পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। এরই মধ্যে প্রায় আড়াই কিলোমিটারের বেশি কিছু রাস্তা পেভার ব্লকে তৈরি হবে। বাকি রাস্তাটি পিচ দিয়ে তৈরি হবে। ৫২ কোটি টাকা খরচ করে এর আগেও জিনজিরা বাজারে থেকে বাটার মোড় পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের নতুন রাস্তার সংস্কারের খবর পেয়ে খুশি বাসিন্দারাও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

9 September, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল মালদহ জেলা পুলিশ। ৩০৯ গ্রাম হেরোইন-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

উদাসীন বিএসএফ, রাজ্য প্রশাসনের চাপে অপহৃত কৃষককে ফেরাল বাংলাদেশ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিএসএফ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন তা ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল। সোমবার জিরো খতিয়ান জমিতে কৃষিকাজে গিয়ে বিএসএফের চোখের সামনে বাংলাদেশের দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায় শীতলকুচির কৃষক কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে। এই ঘটনার পরই বারবার ওই কৃষককে ফেরাতে চাপ দিতে থাকে রাজ্য। অবশেষে চাপে পড়ে অপহৃত কৃষককে ফিরিয়ে দেয় বাংলাদেশ। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, অপহৃত ব্যক্তিকে বিজিবি এদিন সন্ধ্যায় বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। দুপুর থেকে এসডিপিও ও শীতলকুচি থানার ওসিরা মিরাপাড়া বিওপিতে ছিলেন। প্রসঙ্গত, কৃষক অপহরণের পর প্রশ্ন উঠতে থাকে, কী করছিল বিএসএফ? কেন বারবার এই ঘটনা ঘটছে? মিরাপাড়ার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ৩৪ নম্বর সীমান্ত গেটের কাছে জড়ো হন। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, দ্রুত ওই কৃষককে ফেরাতে কেন্দ্র সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিএসএফের সামনে বারংবার এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। উকিল বর্মনের মতো কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে অপহরণ করা হল। কেন্দ্র অতি দ্রুত তাঁকে ফেরত আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সীমান্তে গণ আন্দোলন হবে। ঠিক কী ঘটেছিল? প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দিক থেকে প্রায় পাঁচজন দুষ্কৃতী এসে প্রথমে ওই কৃষকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছিল। এরপরে কৃষককে কাঁধে করে তুলে নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচি থানার মিরাপাড়াতে। ফের এক ভারতীয় কৃষককে তাঁর জমি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল শীতলকুচি সীমান্তে ভারতীয় কৃষক উকিল বর্মনকে এভাবে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ও প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় পুলিশ এসডিপিও-র সঙ্গে কথা বলেন। অবশেষে রাজ্যের চাপে পড়ে ফেরানো হয় কৃষককে।

■ দেশে ফিরে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানালেন কৃষ্ণকান্ত বর্মন।

পুলিশের সাফল্য

■ মালদহ পুলিশের বিরাট সাফল্য। রবিবার গভীর রাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে জাল নোট উদ্ধার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে দু'জন। ধৃতদের নাম মুজিবুর সেখ (৫৯) ও সুকমান সেখ (৭৮)। দু'জনেই কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জ মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের অনুমান, এই জাল নোট চক্রের সঙ্গে আরও বড় মাপের নেটওয়ার্ক যুক্ত রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাল নোট পাচার রুখতে লাগাতার অভিযান চালানো হবে। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই জাল নোট চক্র সক্রিয় ছিল।

রেশমশিল্পে নবদিগন্ত

■ রেশমশিল্প উন্নয়নকে কেন্দ্র করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মালদহ প্রশাসনিক ভবনে। এই বৈঠকে রাজ্যের পাঁচজন শীর্ষ আধিকারিক যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে এমএসএমই বিভাগের বিশেষ সচিব, বস্ত্র দফতরের পরিচালক, তন্তুজার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাম্রলিপ্তা স্পিনিং কো-অপারেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সেরিকালচার দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মালদহের রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং কারিগরদের উন্নয়নের বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে রেশমশিল্পকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার প্রস্তাব উঠে আসে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, নকশার বৈচিত্র্য ও বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় শিল্পোদ্যোগী, রেশমচাষি ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের রূপরেখা ঠিক করা হয়েছে। রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

■ শিল্পের উন্নয়নে বৈঠকে আধিকারিকরা।

ধসে আটকে গাড়ি

■ বাংলা-সিকিম লাইফলাইনে ফের ধস। ফের ধসে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সিংতাম ও গ্যাংটকের মাঝের রাস্তায় ধস। ২০ মাইলের বরডাংয়ে ধস নেমে বিপত্তি। আটকে পড়ে পরপর গাড়ি। ধসের জেরে বিকল্প রাস্তায় গাড়ি চলাচল। গ্যাংটক-রোরোথাং-রংপো দিয়ে চলছে গাড়ি।

বাংলা বলায় মারধর, ছাঁটাই যুবক পাশে মেয়র, কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস

■ নেওয়া হবে ব্যবস্থা। নিগৃহীতকে আশ্বাস গৌতম দেবের।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বাংলায় কথা বলার অপরাধে কর্মীকে মারধর, হেনস্থা এবং চাকরি থেকে ছাঁটাই! বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে উঠল এমনই অভিযোগ। ভিনরাজ্যের নয়, শিলিগুড়ির ঘটনা। আক্রান্ত কর্মীর নাম অভিষেক সেনগুপ্ত। অভিযোগ জানিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার মেয়র নিগৃহীতের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কড়া পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়ে এসেছেন তাঁকে। নিগৃহীত যুবকের অভিযোগ, শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ায় তাঁকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর ঘটে এই ঘটনা এবং ৪ সেপ্টেম্বর ছাঁটাইয়ের নোটিশ হাতে পান তিনি। পুলিশের দ্বারস্থ হলেও অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন অভিষেকবাবু। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তিনি শনিবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে টক টু মেয়র'-এ ফোন করে বিষয়টি জানান। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে রবিবার দুপুরে সরাসরি অভিষেক সেনগুপ্তর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন মেয়র। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীরাও। মেয়র গৌতম দেব বলেন, গুরুতর অভিযোগ। এগুলো বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। মেয়রের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন অভিষেক সেনগুপ্ত। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, মেয়রের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত এবং পুলিশের তদন্তে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করছেন।

বিভাজনের রাজনীতি বরদাস্ত নয়: মোশারফ

■ সভায় মোশারফ হোসেন, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি বরদাস্ত করেবে না বাংলা। কারণ বাংলার মানুষ বিভাজন চায় না। বিজেপির জারিজুরি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ২০২৬-এ বিজেপিশূন্য হবে বাংলা। সোমবার কোচবিহারের ১ ব্লকে শুটকাবাড়িতে জেলা মাইনরিটি সেলের জনসভায় বললেন রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, বিজেপি হেরে যাবে বুঝে এখন অন্ধকার গলি খুঁজছে। বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না। এনআরসির চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে বলেও জানান তিনি। মোশারফ হোসেন বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরে বিজেপিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিছু দল বিজেপির টাকা নিয়ে ভোট চাইতে আসবে। তাই বিজেপি থেকে সাবধান।

নদীতে নেমে জাল ফেলে মাছ ধরলেন দেব

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি: সকাল সকাল নদীতে নেমে জাল ফেলে মাছে ধরছে কে? চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না স্থানীয়রা। একটু সামনে আসতেই দেবদর্শনের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন তাঁরা। কারণ আর কেউ নয়, ঘিস নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছেন অভিনেতা দেব! নতুন ছবি 'রঘু ডাকাত'-এর প্রচারে উত্তরবঙ্গে এসে রীতিমতো চমক দিলেন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব। সোমবার সকালে তিনি প্রথমেই পৌঁছন সেভকের বিখ্যাত সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দেব বলেন, নতুন ছবি মুক্তির আগে মন্দিরে প্রার্থনা করা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এদিন মন্দির থেকে বেরিয়েই তিনি ছুটে যান ডুয়ার্সের ঘিস নদীর বুকে। টি-শার্ট আর জিনস পরে ক্যামেরা ছাড়াই সাধারণ মানুষের মতো নদীতে নেমে মাছ ধরতে দেখা যায় তাঁকে। স্থানীয়দের ভিড় জমে যায় দেবকে এক ঝলক দেখার জন্য। অনেকে মোবাইলে ভিডিও করেন সেই মুহূর্ত। দেবও হাসিমুখে হাত নাড়েন ভক্তদের দিকে। এরপর তিনি ওদলাবাড়ির তুড়িবাড়ি এলাকার এক রিসর্টে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। বিকেলে শিলিগুড়ি ফেরার পথে দেবের গাড়িকে ঘিরে ভক্তদের ভিড় জমে যায়। চারপাশে 'দেব, দেব' ধ্বনি। দেব জানান, ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে ভীষণ টানে। এখানে মানুষের ভালবাসা সত্যিই অভূতপূর্ব। প্রসঙ্গত, দেবের নতুন ছবি 'রঘু ডাকাত' মুক্তি পাচ্ছে দুর্গাপুজোর আগেই। তাই উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ছবির প্রচারের পাশাপাশি তিনি যেন হয়ে উঠলেন স্থানীয়দের কাছের মানুষও।

■ দেবের সঙ্গে আছেন ছবির কলাকুশলীরাও।

আমার বাংলা
9 September, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাক্ষরতা দিবস পালন

■ রাজ্য জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে এবং জেলা জনশিক্ষা প্রসার দফতরের পরিচালনায় পালিত হল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বর্ধমানের জেলা উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীককুমার সিং উদ্বোধন করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল জানিয়েছেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও পিছিয়ে-পড়া শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া উপহার। এছাড়াও গান, নাচ পরিবেশিত হয়।

সাক্ষরতা দিবসে রাখি

■ আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বীরভূমের জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। এক খুদে পড়ুয়ার হাতে রাখিও পরালেন।

নকুল বেরা স্মরণ

■ শহিদ নকুল বেরার স্মরণসভা ঘিরে তপসিয়ায় তৃণমূলের জরুরি বৈঠক হল। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের তপশিয়া কন্যাশ্রী মঞ্চে। বুধবার শহিদ নকুল বেরার স্মরণসভার আয়োজন করেছে ব্লক তৃণমূল। সভাপতি টিঙ্কু পাল জানালেন, তারই প্রস্তুতিসভায় ছিলেন ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অনুপম মল্লিক, অঞ্চল সভাপতি শক্তিপদ করন, গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বীরমলি সরেন, রবীন মল্লিক, অসিতবরণ গিরি প্রমুখ।

খাদানে পড়ে মৃত্যু

■ হলদি নদী সংলগ্ন এলাকায় গজিয়ে-ওঠা এক বালিখাদানের গর্তে পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুকন্যার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম- ২ ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড জলপাই এলাকায়। নাম পিঙ্কি সিং। বাড়ি নন্দীগ্রামের তেরোপেখ্যা এলাকায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দিদি সলোনি সিং অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ওই এলাকায় হলদি নদীর পাড় বারবার দীর্ঘদিন ধরে একটি অবৈধ বালি খাদান চলে আসছিল। সেখানেই একটি গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়।

বিষ্ণুপুরে বিজেপির বড়সড় ভাঙন মানিকবাজার পঞ্চায়েত তৃণমূলের

সংবাদদাতা, সোনামুখী : বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির বড়সড় ভাঙন। বিজেপির গ্রামপঞ্চায়েত পেয়ে গেল তৃণমূল। দুটি গ্রামপঞ্চায়েত থেকে তিনজন বিজেপি অঞ্চলসদস্য তৃণমূলে যোগদান করলেন। সোনামুখী শহরের রথতলায় তৃণমূলের যোগদান মেলায় তিন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্তের হাত ধরে। সোনামুখি ব্লকের মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা নয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাঁচটি আসন পায় বিজেপি এবং চারটি তৃণমূল। বোর্ড গঠন করে বিজেপি। এবার ১৭০ নম্বর বুথের বিজেপি সদস্য শ্যামলী লোহার তৃণমূলে যোগদান করলেন। তাতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা চার, তৃণমূলের পাঁচ হল। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই অনাস্থা ডেকে তৃণমূল বোর্ড গঠন করবে। এদিনের যোগদান মেলায় পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২১ নম্বর বুথের বিজেপি সদস্য জ্যোৎস্না চৌধুরি এবং ১১১ নম্বর বুথের বিজেপি সদস্য স্বপ্না ঘোষ তৃণমূল জেলা সভাপতির হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলেন। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পঞ্চায়েতে বিজেপি হল ১৪ এবং তৃণমূল ৯। তবে বিষ্ণুপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, ১০ দিনের মধ্যেই এই গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল পেয়ে যাবে।

■ যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা দিচ্ছেন সুব্রত দত্ত।

বস্ত্রমেলায় গামছা কিনলেন অনুব্রত

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়িতে শুরু হল তাঁতবস্ত্র মেলা। সেই মেলার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উদ্বোধনের পর মেলা চত্বর ঘুরে দেখলেন তিনি। হাতে তৈরি জিনিস তৈরির ব্যাপারে বয়নশিল্পীদের উৎসাহিতও করলেন। সবাইকে বোঝালেন তাঁতবস্ত্র প্রচার এবং প্রসার খুবই জরুরি। এদিন তিনি একটি দোকান থেকে কিনলেন চারটে গামছা। গ্রামীণ তাঁতবস্ত্র মানুষের বেশি করে ব্যবহার করা উচিত বলে মন্তব্য করেন অনুব্রত।

শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনীসভা পাশে থাকার বার্তা ঋতব্রতর

হলদিয়া

সংবাদদাতা, হলদিয়া : কয়েকদিন আগেই হলদিয়ার একাধিক কারখানায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরপর শুরু হল ইউনিয়নের নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১০ তারিখ হলদিয়ার টাটা স্টিল লিমিটেডের হুগলি মেট কোক ডিভিশনের আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত প্রগতিশীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নির্বাচন। তার আগে নির্বাচনী সাধারণসভায় অংশ নিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা রাজ্য আইএনটিটিইউসির সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীদিনে শ্রমিকদের স্বার্থে বেশ কয়েক দফা দাবিও এদিন তুলে ধরেন ঋতব্রত। মূলত আগামীদিনে শ্রমিকদের জন্য সময়সীমা অপরিবর্তিত রেখে উন্নততর বেতন কাঠামো তৈরি, অবসরকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা চালুর কথাও বলা হয়। পাশাপাশি ৩-৪ বার বেতনকাঠামো বৃদ্ধি, নতুন প্রজন্মের চাকুরি সুনিশ্চিত-সহ অসমাপ্ত হাউসিং কো-অপারেটিভ গঠনের কথাও বলা হয়। ঋতব্রত বলেন, 'আমরা শ্রমিকদের স্বার্থে সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছি। তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরা লড়ছি।'

■ সভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগঠনের অন্য নেতারা।

প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ঘুরে দেখলেন বিধায়ক, বিডিও

সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রবল বর্ষণে পাণ্ডবেশ্বর রেলগেট থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। জনসাধারণের চলাচল মুশকিল হয়ে পড়ে। একাধিক যাত্রিবাহী টোটো উল্টে বিপত্তি বাধে। সেই রাস্তার পুনর্নির্মাণের জন্য পিডব্লুডি আধিকারিক-সহ সকল সরকারি আধিকারিককে নিয়ে পরিদর্শন ও আলোচনা হয়। পাণ্ডবেশ্বর ওভার ব্রিজের নিচে এসি বাসস্ট্যান্ড ও সৌন্দর্যায়নের জন্য জায়গা চিহ্নিতকরণ করা হল। ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বৃষ্টি হাজরা, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রেলের ইঞ্জিনিয়ার মনোজকুমার সিং, পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কিরীটী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিধায়ক বলেন, গত ২৫ বছরে এ ধরনের বর্ষা শিল্পাঞ্চলে হয়নি। তাই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যেকটি রাস্তার কাজ অতি শিগগির চালু হবে। পাণ্ডবেশ্বর রেলগেট থেকে ফুলবাগান মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি মূলত রেলের এনওসি জটে আটকে ছিল। আজ রেলের আধিকারিকরা দেখলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই এনওসি পেয়ে গেলেই কাজ চালু হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

দুর্গাপুরে রাস্তার কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্টিল পার্ক থেকে আলিঙ্গন আবাসন পর্যন্ত রাস্তার কাজের সূচনা করলেন দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। ছিলেন প্রশাসক বোর্ডের সদস্য ও সদস্যা দীপঙ্কর লাহা, ধর্মেন্দর যাদব ও রাখি তেওয়ারি। সওয়া এক কিলোমিটার রাস্তা এক কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় নির্মাণ হবে। এই রাস্তা তৈরির কাজের দায়িত্ব পেলেন ঝাঁ এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার অজয় ঝা। প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দীপঙ্কর লাহা জানালেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল রাস্তাটি ম্যাস্টিক রোড হবে।

গোপালপুরে পূজিত দেবীর মস্তক, থাকেন না পুত্রকন্যারা

অনির্বাণ কর্মকার • দুর্গাপুর

উমা আসছেন সঙ্গে পুত্রকন্যারা। কিন্তু গোপালপুরের মণ্ডল-দে-দত্ত পরিবারের দেবী সপরিবার আসেন না। এই পরিবারে দেবী দুর্গাপাতি মা বলে পরিচিত। পাতি মায়ের শুধু মস্তক পুজো করা হয় চারদিন। কেন এমন প্রথা, তার উত্তর জানা নেই । ২৫০ বছরের বেশি এই প্রাচীন দেবীর প্রতিষ্ঠা কত সালে হয়েছিল এবং কে করেছিলেন তাও জানা নেই শরিক পরিবারগুলির। তবে অনেকেই বিশ্বাস করেন তৎকালীন পরিবারকর্তা দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে আরাধনা শুরু করেন। স্বপ্নাদেশ ছিল মূর্তি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের কেউ দেখতে পাবেন না দেবীকে। কিন্তু সেই নির্দেশ ভঙ্গ করে পরিবারের কর্তা রাতের অন্ধকারে দেবীকে দেখেন। সকালে দেখেন দেবীর মস্তক ছাড়া বাকি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবী স্বপ্নাদেশ দেন তাঁর মস্তক পুজো করতে হবে সমস্ত নিয়ম মেনে।

অনেকের মতে পাতি মায়ের প্রতিষ্ঠা বছরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। মাটির মন্দির পড়ে যায়। দেবীর মূর্তি তৈরি হচ্ছিল। সেটি নষ্ট হয়ে গেলেও দেবীর মস্তক অক্ষত রয়ে যায়। দেবী স্বপ্নাদেশ দেন সমস্ত নিয়ম মেনে চারদিন ধরে তার আরাধনা করার জন্য। সেই থেকেই এভাবেই পুজো হয়ে আসছে।

চারদিন সমস্ত নিয়ম মেনেই পুজো হয় পাতি মায়ের। দশমীর সকালে নবপত্রিকার সঙ্গে দেবীর মস্তকের বিসর্জন করা হয়। গ্রাম পরিক্রমণ করানো হয় না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

9 September, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

সোনার হার ছিনতাই হল রামপুরহাটের শিক্ষক বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাশুড়ির। সোমবার সকালে, রামপুরহাট-অণ্ডাল মেমু ট্রেনে বাপ্পাদিত্য শাশুড়ি মৃদুলা মুখোপাধ্যায়কে ট্রেনে তুলতে এলে তাঁর হার ছিনতাই হয়

অবৈধ বালি-কারবার
বিজেপি নেতার বাড়িতে ইডি-হানা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : অবৈধ বালি-কারবারে বিজেপির প্রাক্তন যুব মোর্চা নেতা অনুরণ সেনাপতির অফিসে হানা দিলেন ইডির আধিকারিকরা। সোমবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রামের একাধিক এলাকায় ইডির বড় টিম তল্লাশি শুরু করেছে। সবচেয়ে বেশি আলোড়ন পড়েছে বিজেপির প্রাক্তন যুব মোর্চা রাজ্য সম্পাদক অনুরণের অফিসে ইডির তল্লাশি ঘিরে। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের কুলিয়ানার বাসিন্দা অনুরণ একসময় জেলা যুব মোর্চার সভাপতি এবং পরে রাজ্য সম্পাদক পদ সামলেছেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু বলেন, বালি নিয়ে বিজেপির লোকেরাই ব্যবসা করছে। আমাদের তৃণমূলের বালি বা মুরাম ব্যবসার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি যে বালি-কারবারে জড়িত, এটাই তার প্রমাণ।

পুরকর্মী খুনে শুটার-সহ পুলিশের হাতে ধৃত চার

সংবাদদাতা, আসানসোল : পুরকর্মী জাভেদ বারি খুনের ঘটনায় শুটার-সহ চারজনকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার পুলিশ। নাম এমডি সুলতান আলম, এমডি আদিল, এমডি এহসান এবং এমডি ফাইজল সা। আসানসোল উত্তর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও যারা যুক্ত তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। কয়েকদিন আগে জমিবিবাদকে ঘিরে কুলটি থানার নিয়ামতপুরে বাড়ির সামনেই জাবেদকে খুব কাছ থেকে গুলি করেছিল দুই মোটরবাইক আরোহী। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক মহিলা-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনজন জাবেদের আত্মীয়। এদিন যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়, তারা আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড়ের বাসিন্দা। এই খুনে পাঁচ লক্ষ টাকার রফা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতদের আজ আসানসোল আদালতে তোলা হবে।

সমবায় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের

এগরা

সংবাদদাতা, এগরা : সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ে উচ্ছ্বাস এগরায়। এই সমবায়ের একটি আসনেও খাতা খুলতে পারল না বিরোধীরা। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের বড়দা মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন ছিল। মোট আসন ১২টি। সবকটিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের ছিল। মাসখানেক আগে সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয়। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই মাঠে নেমে পড়ে বিরোধীরা। তবে ১২টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে শাসকদলের প্রার্থীরা। এরপর সোমবার বাকি পাঁচ আসনে নির্বাচন হয়। সেখানেও সবকটি আসন দখল করেছে তৃণমূল। এদিন সকাল থেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। পুলিশি নিরাপত্তাও ছিল চোখে পড়ার মতো। ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায়, সব আসনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা। এরপর সবুজ আবির ও মিষ্টিমুখে মেতে ওঠেন নেতা-কর্মীরা। এই সমবায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্থাৎ আরবিসি গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের। ফলে ওই এলাকায় তৃণমূল আরও শক্তিশালী হল। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানাতে যান স্থানীয় বিধায়ক তরুণকুমার মাইতি। বলেন, আগামী দিনেও বিরোধীদের এভাবেই পর্যুদস্ত হতে হবে তৃণমূলের কাছে। বাংলার সরকার যেভাবে সকলের জন্য উন্নয়ন করেছে তাতে তৃণমূলের বিকল্প নেই।

সমবায় নির্বাচনে জয়ের পর শংসাপত্র হাতে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীরা।

তরুণী খুনে ধৃত দেশরাজের বাবাকে আনা হল কৃষ্ণনগরে

সংবাদদাতা, নদিয়া : গতকাল রাজস্থানের জয়সলমিরের বিএসএফের কুড়ি নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিংকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশের স্পেশাল টিম। প্রথমদিন থেকেই রাঘবেন্দ্রকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে বিএসএফের পক্ষে বাধা আসছিল। সেই বাধা অতিক্রম করে সমস্ত আইনি কাজ সম্পন্ন করে অবশেষে জেলা পুলিশের টিমের হাতে গ্রেফতার হলেন রাঘবেন্দ্র। মূলত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কৃষ্ণনগরে তরুণী খুনের হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত তাঁর ছেলে দেশরাজ সিংকে প্রথম থেকেই নানাভাবে সাহায্য করা, যাতে সে পালিয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, মোবাইল কিনে দেওয়া ইত্যাদি নানাভাবে বিভিন্ন সময় সাহায্য করে গিয়েছেন যাতে দেশরাজ কোনওভাবেই পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে। তাতেই দেশরাজকে গ্রেফতার করতে বেগ পেতে হয় তদন্তকারীদের। সেই রাঘবেন্দ্রকে সুদূর রাজস্থান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে আজ কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে এল কোতোয়ালি থানার পুলিশের একটি দল। তাঁকে জিজ্ঞেস করে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করবেন কীভাবে প্রথম থেকেই দেবরাজকে কীভাবে পালাতে সাহায্য করেছেন এবং ২৫ আগস্টের পর দেশরাজ কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কীভাবে কোথায় থেকেছিল, পরিবারের পক্ষ থেকে কারা কারা তাকে সাহায্য করেছিল ইত্যাদি।

পুলিশের হেফাজতে রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিং।

বিজেপি রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব জামালপুর

সংবাদদাতা, জামালপুর : বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিটি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে চলছে প্রতিবাদসভা ও মিছিল। সোমবার জামালপুরে বাংলাভাষা, বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার ও ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা জোর করে আটকে রাখার প্রতিবাদে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। আঝাপুর অঞ্চল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মসাগ্রাম স্টেশন বাজারে সেই মিছিল শেষ হলে সেখানে পথসভা হয়। মিছিলে পা মেলান তৃণমূল ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁ। ছিলেন অঞ্চল সভাপতি প্রতাপ রক্ষিত, অঞ্চল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সুদীপ মজুমদার, ঝরনা বেগম শেখ প্রমুখ। ঝরনার নেতৃত্বে প্রচুর মহিলা তৃণমূল কর্মীরা মিছিলে যোগ দেন। আবুজহাটি ১ অঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভায় ছিলেন অঞ্চল সভাপতি তরুণকান্তি ঘোষ, প্রধান রমজান শা, মৃদুলকান্তি মন্ডল, কল্পনা সাঁতরা, নিমাই ঘোষ, মেহমুদ খাঁ প্রমুখ। পরে জৌগ্রাম অঞ্চলের উদয়পুর মোড়ে, পারাতল ১ অঞ্চলে মোহিন্দরে পথসভা হয়। ছিলেন বিধায়ক অলোককুমার মাঝি, উত্তম হাজারি প্রমুখ।

জেলায় জেলায় নির্বিঘ্নে পরীক্ষা
নতুন ফরম্যাট, খুশি পরীক্ষার্থীরা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : প্রথমবার ওএমআর শিটে শুরু হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে মোট ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী। বাঁকুড়ার সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতেই সকাল থেকে পরীক্ষার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। নতুন ফরম্যাটে পরীক্ষা, স্বাভাবিক টেনশন ছিল পরীক্ষার্থীদের। তবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের আগে প্রত্যেককে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। যাতে অসাধু উপায় অবলম্বন করতে না পারে। এছাড়াও হলঘরে নজরদারিও ছিল।

ঝাড়গ্রামে প্রথম দিন স্বস্তিতে সবাই

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার প্রথম দিন। ঝাড়গ্রামের কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের সামনে ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির ছবি। প্রথম দুটি সেমিস্টার হয়েছে একাদশ শ্রেণিতে এবং পরের দুটি হবে দ্বাদশ শ্রেণিতে। সেগুলোই গণ্য হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হিসেবে। সেই মতোই আজ থেকে শুরু হল তৃতীয় সেমিস্টার। পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটেই দিল পরীক্ষা।

অসুস্থ, হাসপাতালেই পরীক্ষা

সংবাদদাতা, ডেবরা : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে এক পরীক্ষার্থী। ফলে তাকে পুলিশি নিরাপত্তায় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ডেবরার অর্জুনী হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী ছিল সে। খড়্গপুর ২ নং ব্লকের তেলিপুকুর হাইস্কুলের পরীক্ষার সেন্টার ছিল। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়তেই তাকে নিয়ে আসা হয় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানেই পরীক্ষা দেয় সে।

১০
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

9 September, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোয় উত্তরবঙ্গে বাড়তি বাস : স্নেহাশিস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: পুজোর মুখে একের পর এক ট্রেন বাতিলের ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রেল দফতরের খামখেয়ালিপনার জেরে যাত্রীদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে বহুগুণ। এর মধ্যেই উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য সুখবর নিয়ে এল রাজ্য সরকার। সোমবার কালিম্পং জেলার গরুবাথান এলাকার এমবিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে যোগ দেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। শিবিরে সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনে সমাধান দেওয়ার পাশাপাশি তিনি বলেন, কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গগামী অতিরিক্ত সরকারি বাস চালানো হবে পুজোর সময়। মন্ত্রীর এই ঘোষণা এলাকাবাসীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের সঞ্চার করে। মন্ত্রী আরও বলেন, গত ৪-৫ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার রেল দফতরকে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। রেলের বাজেটে বরাদ্দ কমে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে পরিষেবার উপর। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে, এমনকী কলকাতা মেট্রো রেলেও পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রেলের এই ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারের উদ্যোগকে তুলে ধরেন তিনি। পরিবহণমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালুর অনুমোদন দিয়েছেন। নতুন কয়েকটি বাস কেনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। পুজোর পরেই এগুলি পরিষেবায় যুক্ত হবে, ফলে উত্তরবঙ্গবাসীরা আরও উন্নত বাস পরিষেবা পাবেন। শুধু তাই নয়, পুজোর সময় অতিরিক্ত বাস চালানোর পাশাপাশি পুজো পরিক্রমার জন্যও বিশেষ সরকারি বাসের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী। ফলে একদিকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেল পরিষেবা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে তৃণমূল সরকার মানুষের সুবিধার জন্য বিকল্প পরিষেবার ব্যবস্থা করছে, এমন বার্তাই দেন মন্ত্রী।

■ গরুবাথানে শিবিরে সৌজন্য বিনিময়ে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

সাক্ষরতা দিবস

■ সোমবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি এই দিন রায়গঞ্জে জেলা স্তরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হল সরকারি উদ্যোগে। উত্তর দিনাজপুর জেলার জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত জেলা পরিষদের রবীন্দ্র সভাকক্ষে এদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিষেক চৌরাশিয়া, জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক পিয়ালী চৌধুরী, দফতরের আধিকারিক সুজয় প্রামাণিক, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুন্দর কিস্কু-সহ অনেকেই। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের গুরুত্ব এবং তার তাৎপর্য নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

খুনে গ্রেফতার ৩

■ চাঁচলের খুন-কাণ্ডে গ্রেফতার তিন। ৩৭ দিন পর গোরখপুরের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নাহারুল হক (২৮)-এর মুন্ডু কাটা দেহের ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার হল তিনজন। রবিবার রাতে চাঁচল থানার পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করতে সক্ষম হয়। সোমবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মিলছে দ্রুত পরিষেবা, শিবিরে বিধায়ককে ধন্যবাদ বাসিন্দাদের

সংবাদদাতা, মালদহ : রতুয়া ২ নং ব্লকের পীরগঞ্জ অঞ্চলের কুতুবগঞ্জ প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছিল এক বিশেষ মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এর শিবিরে ভিড় জমালেন শতাধিক মানুষ। উদ্দেশ্য একটাই, জনগণের সমস্যা শুনে, সেখানেই সমাধান। শিবিরে সাধারণ মানুষের বক্তব্য সরাসরি নথিভুক্ত করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি। গ্রামবাসীদের সমস্যার তালিকা হাতে নিয়েই তিনি জানিয়ে দেন, এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেবেন গ্রামের মানুষ, আমরা শুধু তা কার্যকর করব। এই বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে আঁখি বিবি, নাজনিন, সাহিদা, আমিনা— সকলেই বলেন, এমন উদ্যোগ আগে দেখিনি, এখন আমাদের কণ্ঠস্বর প্রশাসনের কাছে পৌঁছচ্ছে। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া ২ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও হাবিল আনসারি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও তৃণমূল নেতৃত্ব। শুধু সমস্যার তালিকা গ্রহণ নয়, বহু নাগরিক বিষয়ক সমস্যা সেখানেই সমাধানের পথে এগোয় প্রশাসন। গ্রামের যুবক নাজমুল হক ও আসরাফুল সেখ জানালেন, তিনমাসের মধ্যে সমাধানের আশ্বাস মিলেছে। এবার সত্যিই ভরসা বাড়ল। শিবির ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যে এক ধরনের আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়। সরকারি প্রকল্পকে হাতে-কলমে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এই প্রয়াসকে তারা 'চমকপ্রদ ও অনন্য'বলেই অভিহিত করেছেন। কুতুবগঞ্জের সাধারণ মানুষের কণ্ঠে আজ প্রতিধ্বনিত— আমাদের সমস্যার সমাধান এবার আমাদের হাতেই।

■ শিবির ঘুরে দেখছেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি।

■ সোমবার কালিয়াগঞ্জ ও হেমতাবাদে আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। সোমবার ব্লকের বরুণা অঞ্চলের দিলালপুর খাড়িপাড়া প্রাইমারি স্কুল ময়দানে বসে এই শিবির।

সংঘবদ্ধ লড়াই

(প্রথম পাতার পর)

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দুই জেলার নেতৃত্বকেই তাঁরা বলেন, মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বেশি করে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আগের বৈঠকগুলির মতোই এদিনের দুটি বৈঠকেও টাউন ও ব্লক সভাপতি পরিবর্তন এবং পরিমার্জন নিয়েও আলোচনা হয়।

এদিন, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুর, সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, মহিলা সভানেত্রী ইলা বাগচী, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সব্যসাচী ভট্ট, বিধায়ক বীণা মণ্ডল ও মধুপর্ণা ঠাকুর-সহ অন্যরা।

এদিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পগুলিতে সকলকে যেতে হবে। মানুষ তার অভিযোগ ঠিকঠাক করতে পারছে কি না সেটা দেখতে হবে। বাংলা ও বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে প্রচার, সভা ও মানুষের দুয়ারে গিয়ে বোঝাতে হবে। কেন্দ্রের বঞ্চনা তুলে ধরতে হবে। দলের ভিতরে পরিবর্তন ও পরিমার্জন যা হবে তা দল সিদ্ধান্ত নেবে। আপনাদের সকলে মিলে কাজ করে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই সঙ্গে দলীয় কিছু কর্মসূচিও তিনি দিয়ে দেন। এদিন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা নিয়ে বিশেষ বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সাংগঠনিক জেলায় বনগাঁ উত্তর, দক্ষিণ ও গাইঘাটা বিধানসভা বিজেপির দখলে। ওই তিনটি বিধানসভা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি তথা সাংসদ পার্থ ভৌমিক, সৌগত রায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, মহিলা সভানেত্রী স্বপ্না বিশ্বাস, যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, নির্মল ঘোষ, রাজ চক্রবর্তী, সুবোধ অধিকারী, সনৎ দে, মঞ্জু বসু প্রমুখ।

জগন্নাথধাম এবার কলকাতাতে

(প্রথম পাতার পর)

মূল মন্দির থাকছে। আর মা দুর্গার আদল মন্দিরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জগন্নাথের আদলে তৈরি হচ্ছে। এটাও মন্ত্রীর অবদান। তিনিই এই বিষয়টি ধরিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া দিঘার মতো সিংহদুয়ারের সামনে থাকছে অরুণ স্তম্ভ। এছাড়া দিঘার মন্দির চত্বরে ঢুকতে গেলে ছয়টি স্তর পেরোতে হয়। এখানে স্থান সংকুলানের জন্য একটি স্তর কম থাকছে। এছাড়া একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ থাকছে। যা তৈরি হচ্ছে দিঘার জগন্নাথধামের তুলসী মন্দিরের আদলে। যেখানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আওতাধীন একাধিক দলের নানা অনুষ্ঠান থাকবে। সৌজন্যে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। আমাদের প্রতিমা শিল্পী কুমোরটুলির দীপঙ্কর পাল।

সব চেয়ে মজার বিষয় হল, দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরির সময় সিপিএমের লোকেরা অনেক বাঁকা কথা বলেছে। কিন্তু আমাদের মণ্ডপ তৈরি দেখে এখন এলাকার বামপন্থীরাও বলছেন রেপ্লিকা যদি এত অপূর্ব হতে পারে তবে দিঘার আসল জগন্নাথধাম কতটা সুন্দর! এবার ওখানে গিয়ে দেখে আসতে হবে। গর্বের সঙ্গে বললেন জ্যোতি চৌধুরী।

বামেদের বিরুদ্ধে নেপালে গণরোষ

(প্রথম পাতার পর)

আরোপ করে। তারপরেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে। প্রথম বিক্ষোভ শুরু বাণেশ্বর এলাকায়। এরপর বিক্ষোভ ছড়াতে থাকে। বিক্ষোভরত ছাত্ররা পার্লামেন্টে ঢুকে ভাঙচুর-আগুন লাগালে পাল্টা পুলিশের গুলিতে ২২ জনের মৃত্যু হয়। সরকারের দাবি, দেশকে সুরক্ষিত রাখতেই নিষেধাজ্ঞা। কোনও সমাজমাধ্যমই সরকারের নির্দেশ মানেনি। কাঠমান্ডু উত্তপ্ত। বিক্ষোভের আগুন ছড়াচ্ছে দেশের অন্য প্রান্তেও। ঘটনার চাপে পড়ে পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক।

যুবকের দেহ উদ্ধার, ধৃত বন্ধুর মা

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : নেশার আসরে কথা কাটাকাটি। তার জেরেই খুন।। মৃত যুবকের নাম বুদ্ধদেব মণ্ডল (২৪)। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধ্যমগ্রাম পুরসভার হুমায়ুনপুর ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃত যুবকের বাড়ি মধ্যমগ্রাম সারদাপল্লি এলাকায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জানা গিয়েছে, আজাদ নামে এক যুবক ও তার বন্ধুবান্ধবরা এলাকাতেই নেশা করছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গুরগাঁওয়ের মানেসরের রাস্তার ধারে পাওয়া গেল ৩২ বছর বয়সের এক বিদেশিনীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। পুলিশের সন্দেহ, উগান্ডার ওই তরুণীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। উড়ালপুলের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে তাঁকে খুন করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা

ক্ষুব্ধ পুজোর উদ্যোক্তারা

মানবেন না দিল্লির গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর আজব ফতোয়া

নয়াদিল্লি: দুর্গাপুজাকে হাতিয়ার করে বিজেপির নোংরা রাজনীতির মুখোশ খুলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। পুজোকে কেন্দ্র করে বিজেপির অভব্যতার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল। রীতিমতো তুলোধোনা করেছে গেরুয়া শিবিরকে। এ-নিয়ে তৃণমূল এক্স-হ্যান্ডেলে কটাক্ষ করে বলেছে, বিজেপি নিজেদের গৌরবান্বিত করতে দেব-দেবীদেরও রেহাই দিচ্ছে না। শিকারীর মতো তারা বাঙালিদের খুঁজে হেনস্থ করছে, লাঞ্ছিত করছে। কিন্তু বাঙালিদেরই দীর্ঘ লালিত এই উৎসবকে তারা ভোটের লোভে হাইজ্যাক করছে। এবারে দিল্লির গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন

রাজধানীর পুজোর উদ্যোক্তারা। তাঁদের সাফ কথা, এই আজব ফরমান কোনও ভাবেই মানবেন না তাঁরা। তাঁদের প্রশ্ন, কেন মায়ের মূর্তির পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখব? এই ফরমান দেওয়ার কী অধিকার আছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর? দিল্লির মিনি কলকাতা হিসেবে পরিচিত সিআর পার্কের উদ্যোক্তারা হতবাক। প্রশ্ন, কেন প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখব? মোদিজি রাজনৈতিক ব্যক্তি, মা দুর্গার পায়ের নিচে তাঁর ফটো রাখা হবে কেন? শুধু মেলা গ্রাউন্ড দুর্গাপুজা সমিতি নয়, গোটা সিআর পার্কের পুজো উদ্যোক্তারা কেউ এই ফরমান মানবেন না। তাঁদের সাফ কথা, দুর্গাপূজা মানুষের মেলবন্ধনের মঞ্চ। এখানে রাজনৈতিক তকমা লাগতে দেব না। এই পুজো পঞ্চাশ বছরের পুরনো। এরকম কখনও শুনিনি। রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন সিআর পার্কের মেলা গ্রাউন্ড পুজো সমিতির অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি নারায়ণ দেব। একইভাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ফরমান নিয়ে নয়ডা কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির সহসভাপতি অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, নিজের ইচ্ছেমতো কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির ছবি পুজো মণ্ডপে রাখতে পারি না।

নির্যাতন বিজেপি সাংসদের বোনকে

লখনউ: কী কাণ্ড! যোগীরাজ্যেই বিজেপি সাংসদের বোনকে নির্যাতন। বারবার অভিযোগ উঠেছে উত্তরপ্রদেশে নারী নিরাপত্তা নেই। এবার সে-রাজ্যের ফারুখাবাদের বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুতের বোনকে মারধর ও হয়রানির

যোগীরাজ্য

অভিযোগ উঠেছে। স্নানের দৃশ্য লুকিয়ে ভিডিও করেছেন শ্বশুর ও দেওর। প্রতিবাদ জানালে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর নির্যাতন। ঘটনাটি রানি অবন্তীবাই নগরের। নির্যাতনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মহিলাকে তাঁর শ্বশুর তাঁকে লাঠি দিয়ে মারছেন। সাংসদের বোন রিনা রাজপুত থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

গেরুয়া শিবিরকে কঠিন চ্যালেঞ্জ তৃণমূল-সহ বিরোধীদের

আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, গণতন্ত্র সুরক্ষার বার্তা বিরোধী জোটের প্রার্থীর

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

আজ, মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণতন্ত্র রক্ষার শপথ তৃণমূল-সহ বিরোধীদের। ইন্ডিয়া জোট শিবিরের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ভোট দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা এবং রাজ্যসভার মোট ৪১ সাংসদ মঙ্গলবার সংসদ ভবনে উপস্থিত থাকবেন বলে দলীয় সূত্রের দাবি। যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যেকটা ভোট গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের দুই লোকসভা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌগত রায় অসুস্থতা সত্ত্বেও দিল্লি এসেছেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে। সোমবার সংসদভবনের সেন্ট্রাল হলে মকপোলের আয়োজন করে তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলো। ক্রস ভোটিং এবং ভুল ভোটিং রুখতে কী কী সতর্কতা জরুরি তা বুঝিয়ে বলা হয় বিরোধী সাংসদদের। লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেন ভোট প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি। নবাগত ও পুরনো সাংসদদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় হাতেকলমে। মঙ্গলবার দুপুরেই দিল্লি পৌঁছবেন তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ সংসদের সেন্ট্রাল হলে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের মকপোল।

সংসদভবনে গিয়ে প্রয়োগ করবেন ভোটাধিকার। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট হচ্ছেন লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। কাউন্টিং এজেন্ট হচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগর এবং শক্তিসিং গোহিল। লক্ষণীয়, এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া শিবিরের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরাজনৈতিক কোনও ব্যক্তিকে প্রার্থী করার বিষয়ে নিজের ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন। সেই সূত্রেই বেছে নেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি তাঁর মনোনয়নের পর থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে জোরদার প্রচার চালিয়েছেন। ঘুম কেড়েছেন বিজেপির। সেই কারণেই এবার যে অনায়াসে জয় আসবে না, শুরুতেই তা বুঝতে পেরেছে সরকারপক্ষ। এবার বিরোধীদের ঐক্য প্রকৃত অর্থেই রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরের। সেক্ষেত্রে সোমবার সাংসদদের ভুল ভোটিং রুখতে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষেই মক পোলের আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার নবাগত সাংসদ বাপি হালদার বলেন, ১৫ মিনিট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডেমো ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে শেখানো হয়েছে। কীভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রার্থীর মধ্যে সঠিকভাবে নিজেদের প্রার্থীকে চিহ্নিত করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুভূতিই আলাদা বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার। এদিকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকবে বিজেডি এবং বিআরএস। জানানো হয়েছে দুটি দলের পক্ষ থেকে। বিজেডি সাংসদ সস্মিত পাত্র জানিয়েছেন, দলের সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়কের সিদ্ধান্ত মেনে এনডিএ এবং ইন্ডিয়া থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখব আমরা। ওড়িশায় উন্নতি আমাদের কাছে শেষকথা। সেই করণেই ভোটদানে বিরত থাকবে বিজেডি। অন্যদিকে বিআরএসও ভোটদানে বিরত থাকার কথা জানিয়েছে হায়দরাবাদের সাংবাদিক বৈঠকে। দলের কার্যকরী সভাপতি কেটি রামারাও জানিয়েছেন, দল সমদূরত্ব বজায় রাখবে এনডিএ এবং ইন্ডিয়া থেকে।

এবারের নির্বাচনে অন্তত ৩২৪টি ভোট পেতে পারেন বিরোধীদের প্রার্থী বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি। অন্যদিকে এনডিএ প্রার্থীর ভোট পাওয়ার কথা ৪৩৯। ৪ জন অনুপস্থিত থাকতে পারেন। ১৪টি নোটার মধ্যে থাকতে পারে, বিএসপি ১, নির্দল ৩ জন। এমনই সূত্রের দাবি। এনডিএ এবং ইন্ডিয়া শিবিরের প্রার্থীর মধ্যে ভোটের পার্থক্য ১২৫টি হতে পারে সূত্রের খবর।

নীতীশের দাবিতে ফাঁপরে বিজেপি

পাটনা: বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-নীতীশের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা যতই ক্ষীণ হচ্ছে, ততই আসন কাড়াকাড়ি বেড়ে চলেছে এনডিএ শরিকদের মধ্যে। প্রত্যেকেই চাইছে গতবারের থেকে আরও বেশি আসন। ফলে রীতিমতো বিপাকে বিজেপি। অবস্থা আরও জটিল হয়েছে প্রকাশ্য সভায় নীতীশের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। রবিবার রাজপুরে সভামঞ্চ থেকে নীতীশ একতরফাভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবারে জেডিইউ আরও বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শুধু তাই নয়, রাজপুর আসনে একতরফাভাবে নিজের দলের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি। বিহারের বিজেপির শীর্ষনেতা উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নীতীশের ভূমিকায়।

দুই জঙ্গিকে গুলি করে মারল সেনা, জখম ৩ জওয়ানও

শ্রীনগর: জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামের গুদ্দার জঙ্গলে সেনা-জঙ্গির ব্যাপক সংঘর্ষ। গুলির লড়াইয়ে খতম ২ জঙ্গি। এদিকে জঙ্গিদের গুলিতেও জখম হয়েছেন ভারতীয় সেনার ৩ জওয়ান। তার মধ্যে একজনের

কুলগাম

অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। মৃত জঙ্গিদের শনাক্তকরণের কাজ চালাচ্ছে সেনা।

কাশ্মীর জোন পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে, জেকেপির সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ শ্রীনগরের কুলগামের গুদ্দার জঙ্গলে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায়। জঙ্গিদের ঘিরে ফেলে চ্যালেঞ্জ জানায়। জবাবে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় সেনা। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। আহত হন এক জুনিয়র কমিশনড অফিসার।

প্রয়াত সাংবাদিক সংকর্ষণ ঠাকুর

নয়াদিল্লি: সাংবাদিক-সম্পাদক সংকর্ষণ ঠাকুরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে সোমবার সকালে প্রয়াত হন এই বিশিষ্ট সাংবাদিক। ৬৩ বছর বয়সে গুরগাঁওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জাতীয় স্তরের লেখক, সাংবাদিক ও সম্পাদকের প্রয়াণে শোকবার্তায়

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সম্পাদক সংকর্ষণ ঠাকুরের প্রয়াণে গভীর শোকাহত। তিনি একজন মেধাবী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন, সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা ছিল। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শোকপ্রকাশ করেন সাংবাদিক সংকর্ষণের প্রয়াণে। তিনি উল্লেখ করেন, সংকর্ষণ ছিলেন খুব কমসংখ্যক সাংবাদিকদের মধ্যে একজন, যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে সাংবাদিকতা করেননি। কাশ্মীর ও বিহারের রাজনীতির উপর বিশেষ কাজ রয়েছে প্রয়াত সাংবাদিকের। তাঁর প্রয়াণে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া ও এডিটর্স গিল্ডের পক্ষ থেকেও শোকপ্রকাশ করা হয়। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, মল্লিকার্জুন খাড়গেও শোকবার্তা প্রকাশ করেন।

বাংলার মেয়েদের জয়

(প্রথম পাতার পর)

ফেস্টিভ্যালে তাঁর শাখায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন, চলচ্চিত্রের জগতে যেটাকে কার্যত পৃথিবী জয় বলা যায়। এই শাখায় এই সম্মান তাঁর আগে কোনও ভারতীয় পরিচালক পাননি। তাঁর মা-বাবা কুলটিতে থাকেন, তাঁর শিকড় আছে জঙ্গলমহলে, রাঙামাটিতে। আমাদের পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায়-এর অসাধারণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার খবরে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমি তাঁকে, তাঁর মা-বাবাকে, তাঁর সকল বন্ধু-সহযোগীকে অভিনন্দন জানাই। প্রার্থনা করব, অনুপ এগিয়ে যান, আমাদের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন।

দ্বাদশ নথি আধার কার্ড

(প্রথম পাতার পর)

বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। লক্ষণীয়, এর আগেও এই সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য অন্য নথির সঙ্গে আধার কার্ডকেও পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত। এবারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। এতদিন প্রামাণ্য নথি হিসেবে ১১টি নথির উল্লেখ করেছিল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, বারবার এই নথি নিয়ে নির্বাচন কমিশন নাটক করেছে। অথচ এই নথি তাদেরই তৈরি। সুপ্রিম কোর্টে এই ধাক্কাটা ওদের প্রাপ্য ছিল।

নাইজেরিয়ায় ফের হামলা ভয়ংকর জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারামের। এক গ্রামে হানা দিয়ে ৬০ গ্রামবাসীকে খুন করেছে জঙ্গিরা। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় শতাধিক বাড়িতে। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, এই হামলা চালানো হয় নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোর্নো প্রদেশের দারুলজামা গ্রামে

জেন-জেডের মারমুখী বিক্ষোভে ফুটছে নেপাল

নিহত ২২, শতাধিক জখম, অসংখ্য গ্রেফতারি ও অনির্দিষ্টকালের কার্ফু জারি

কাঠমান্ডু: জেন-জেডের রোষ দেখে গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় কাঁপছে নেপাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় হাত পড়তেই তরুণ প্রজন্মের হিংসাত্মক বিক্ষোভ ও জনরোষে জেরবার নেপালের ওলি সরকার।

ভারতের প্রতিবেশী ৩ দেশ- শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল। প্রথম দুটিতে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার নেপালে আছড়ে পড়েছে জনরোষ। তাই চূড়ান্ত সতর্কতা জারি হল ভারত-নেপাল সীমান্তে। পুলিশের গুলিতে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বেসরকারি সূত্রের খবর, ২২ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় হিংসাত্মক আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়েছে কাঠমান্ডু ছাড়িয়ে আরও বহু এলাকায়।

ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বন্ধ করার নির্দেশকে সামনে রেখে মারমুখী মেজাজে ওলি সরকারের বিরোধিতায় নেমেছে যুবসমাজ। পুলিশের গুলিতে প্রাণহানির পাশাপাশি আহত। নেপালে গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কার কারণে জরুরি বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় গণ-অভ্যুত্থান। তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল হয় দ্বীপরাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতির বাসভবনে ঢুকে লুঠ, ভাঙচুর করে বিক্ষোভকারীরা। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, বিদ্যুৎবিভ্রাট থেকে জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি- এসব নানা কারণে সংকট দেখা দেয় শ্রীলঙ্কায়। তারই বিরোধিতায় হয় গণ-অভ্যুত্থান। রাজনৈতিক পালাবদল। ক্ষমতাচ্যুত হয় রাজাপক্ষ সরকার। এরপর ২০২৪-এর অগাস্ট বিপ্লব বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের

গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ওলি সরকার, ভারত সীমান্তে চূড়ান্ত সতর্কতা

পতন ও দেশত্যাগের পর তাঁর সরকারি বাড়িতে ঢুকে বেনজির লুটপাট চালায় নাগরিকরা। বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙা, ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ভবন জ্বালানোর মতো ঘটনা, অসংখ্য গণহত্যার জেরে নজিরবিহীন অরাজকতা শুরু হয়। যার রেশ চলছে এখনও। ছাত্রজোটের নাম করে আন্দোলনের শুরুটা ছিল সরকারি চাকরির কোটা-বিরোধিতা।

এবারও কি সরকার বদলের নীল-নকশা রেখে আন্দোলন? স্যোশাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে সোমবার কাঠমান্ডুর রাজপথে যে তুমুল বিক্ষোভ হয় তাতে বিক্ষোভকারীদের সিংহভাগই তরুণ প্রজন্ম। মারমুখী মেজাজে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে তারা। সেখানে নির্বিচারে ভাঙচুর চলে। দরজা-জানলা লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোঁড়া হয়। সংসদ ভবনে আগুনও দেখা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। একসময় সংসদ ভবনের কারিডর থেকে ছাদ—সর্বত্র দখল নেয় প্রতিবাদীরা। সূত্রের খবর, হামলার জেরে বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি নষ্ট হয়েছে বলে আশঙ্কা। প্রসঙ্গত, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে বহুদিন ধরেই বিদ্ধ নেপালের ওলি সরকার। বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ায় সেই আগুনে ঘৃতাহুতি হয়েছে। বিক্ষোভ দমনে গুলি চালায় পুলিশ। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়ার আশঙ্কা। কাঠমান্ডু সহ সংলগ্ন এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়েছে।

সংসদ ভবনে হামলার পরে একাধিক সরকারি ভবনে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে নেপাল প্রশাসন। রাষ্ট্রপতির বাসভবন, লেইনচৌরে উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন, বালুওয়াটারের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির বাসভবনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে কৌশলে দুর্নীতির ইস্যু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে ওলি সরকার। তার তাতেই দাবানলের মতো বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশী দেশের বিক্ষোভের দিকে নজর রেখেছে ভারতও। বিদ্রোহ সামাল দিতে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক পদত্যাগ করেছেন।

ঋণখেলাপি চোকসির ঠাঁই হবে আর্থার রোড জেলে

বেলজিয়ামকে জানাল ভারত

নয়াদিল্লি: বিপুল আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত মেহুল চোকসিকে দেশে ফেরাতে যাতে ভারতীয় জেলের অব্যবস্থা অন্তরায় না হয় সেজন্য বাড়তি তৎপরতা শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগেও একাধিক পলাতক ঋণখেলাপি শিল্পপতি এখানকার জেলের পরিকাঠামোগত অব্যবস্থার কথা বলে বিদেশের আদালতে সুবিধা পেয়েছেন। মেহুল চোকসির ক্ষেত্রে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আগেভাগেই বেলজিয়াম সরকারকে প্রয়োজনীয় বার্তা পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। বলা হয়েছে, জেলে থাকলেও অভিযুক্ত চোকসির মানবাধিকার বিপন্ন হবে না। নিরাপত্তা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার বিষয়ে কোনও ফাঁক থাকবে না। আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি মেনেই অভিযুক্তকে জেলে রাখা হবে বলে বেলজিয়াম সরকারকে আশ্বস্ত করেছে কেন্দ্র।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেলজিয়াম থেকে চোকসিকে দেশে প্রত্যর্পণ করার পর তাঁকে মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেল কমপ্লেক্সে রাখা হবে। ওই সংশোধনাগারটি দেশের অন্য সংশোধনাগারের তুলনায় নিরিবিলি। নিরাপত্তাও আঁটসাঁট। পাশাপাশি, চোকসির সেলে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হবে বলে সম্প্রতি বেলজিয়াম প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই চিঠি অনুযায়ী, মুম্বইয়ের আর্থার রোডের ধারের ওই সংশোধনাগারের নির্দিষ্ট সেলে থাকবে খাটের ব্যবস্থা এবং বালিশ, চাদর, কম্বল ও মোটা পরিচ্ছন্ন গদি। পরিশুদ্ধ জল ও সময়মতো পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে। থাকবে ব্যায়াম করার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসকের সুবিধাও। এত কাণ্ডের পর পলাতক ঋণখেলাপি শিল্পপতিকে কবে ভারতে ফেরানো যায় সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

জুঁইফুল লাগিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় লক্ষাধিক টাকা জরিমানা ভারতীয় অভিনেত্রীর!

জিনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলের জন্য জরিমানা? আজব অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন দক্ষিণ ভারতের নামী অভিনেত্রী। দক্ষিণ ভারতের মহিলাদের চিরাচরিত সাজ মানেই মাথায় জুঁই বা বেলফুলের মালা। এই সাজ তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় যে এই ফুল-সংস্কৃতি আদরণীয় নয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেত্রী নব্যা নায়ার। কেশসজ্জার জন্য বিদেশে জুঁইফুল নিয়ে যাওয়ার কারণে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিমানবন্দরে তাঁকে ১.১৪ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হল। কিছুদিন আগেই ভিক্টোরিয়ার মালয়ালি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'ওনাম' উৎসবে যোগ দিতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন নব্যা। মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামতেই প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা জুঁই ফুলের গাজরা বা মালা বেরোয়

তাঁর ব্যাগ থেকে। সেই অপরাধে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১,৯৮০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১.১৪ লক্ষ টাকা) জরিমানা করে।

এরপর নব্যা নিজেই এই ঘটনার কথা শোনান। তিনি বলেন, তিনি আসার আগে তাঁর বাবা তাঁকে জুঁইফুল এনে দিয়েছিলেন। সেটিকে দু'ভাগ করে দিয়েছিলেন। একটি তিনি কোচি থেকে সিঙ্গাপুর ফ্লাইটে চুলে লাগিয়ে নেন। কারণ, পৌঁছনোর আগেই তা শুকিয়ে যেত। দ্বিতীয় অংশটি ব্যাগে রেখেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রার সময় আবার ব্যবহার করার জন্য। তিনি মালাটিই হ্যান্ডব্যাগে রাখেন। অভিনেত্রী দুঃখের সাথেই বলেন, তিনি জানতেন না এটা আইনবিরুদ্ধ। ভুলটা হয়েছে অজান্তে। কিন্তু আইন কোনওরকম অজুহাত মানে না। কর্মকর্তারা জানান, ২৮ দিনের মধ্যে এই জরিমানা মেটাতে হবে। ইচ্ছে করে নয়, না জেনে ভুল করার খেসারত দিতে হয়েছে তাঁকে। তবে ক্ষতিপূরণের সমস্যা মাথায় থাকলেও উৎসবের আনন্দ চুটিয়ে করেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে তিনি ওনাম উদযাপনের রিল শেয়ার করেছেন। দু'দিন আগে মেলবোর্ন যাওয়ার বিমানে বসে সেই জুঁইফুল মালা পরে ছবি পোস্ট করেছিলেন নব্যা। লিখেছিলেন, 'শুভ ওনাম। প্রথমবার প্লেনে তিরুওনম উদযাপন করছি! তবে নিজের মাটি, নিজের জায়গাকে খুব মিস করছি। ওনামের আবেগ নিয়ে চলার আলাদা আনন্দ। সেইসঙ্গে কাজের ডাক পেয়েছি, সেটাও অন্যরকম আনন্দ'।

ভারতের উপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত সঠিক: জেলেনস্কি

কিয়েভ: ভারতের উপর আমেরিকার অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তকে এই প্রথমবার সমর্থন করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ভারতের নাম উল্লেখ না করেই এই বিষয়ে নিজের মত জানিয়েছেন রাশিয়ার শত্রুদেশের এই শীর্ষনেতা। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'এবিসি নিউজ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি এই মন্তব্য করেন। তাঁকে চিনের তিয়ানজিন শহরে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সাংবাদিক জানতে চান, আপনার কি মনে হয় ট্রাম্পের শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত ব্যর্থ? এর জবাবে জেলেনস্কি বলেন, আমি মনে করি যেসব দেশ রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছে, সেইসব দেশের উপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত সঠিক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই মন্তব্য করে ভারতীয় পণ্যের উপর ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সরাসরি সমর্থন করলেন। একইভাবে এই প্রথম রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতের উদ্দেশে তোপ দাগেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখার জন্য ভারতের অধিকাংশ পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

হোয়াইট হাউস বিষয়টিকে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে 'শাস্তিমূলক' পদক্ষেপ বা শুল্ক-জরিমানা বলে উল্লেখ করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহাশূন্যে সৌরঝড়ের মতো ঘটনার আঁচ আমাদের লাগে না। কারণ তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র। প্রায় ৪১ হাজার বছর আগে এই তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। যাকে বলে 'লাশাম্প এক্সকার্সন'। তা-ই আমূল বদলে দিয়েছিল পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা

বুদ্ধিলোপের কারিগর

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিক লোপাট করছে স্মৃতিশক্তি। গ্রাস করছে বুদ্ধি, কিন্তু কীভাবে? আজ তারই বিশ্লেষণ করলেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

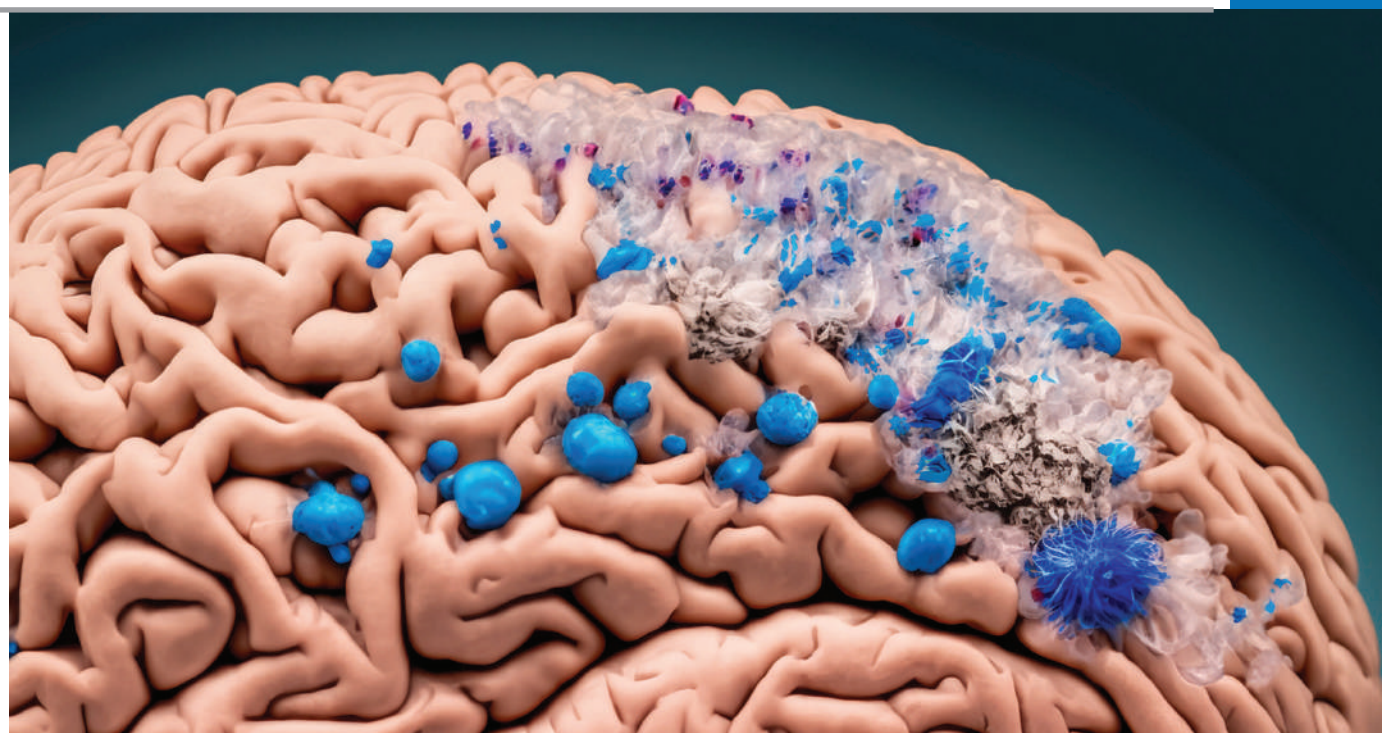

মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রাস করছে স্মৃতিশক্তি

মাইক্রোপ্লাস্টিক, অতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা যার বিচরণ প্রায় সর্বত্র, ধীরে ধীরে গ্রাস করছে মানুষের মস্তিষ্ককে, গিলে খাচ্ছে স্মৃতিশক্তি। এমনটাই দাবি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকো হেল্থের বিজ্ঞানীদের। তাঁদের দাবি, ২০১৬ সালে মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে যে পরিমাণ প্লাস্টিক কণা পাওয়া গিয়েছিল, ২০২৪ সালে তা-ই প্রায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ, যা রীতিমতো উদ্বেগের ব্যাপার। পাঁচ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট এই কণাগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এমন এক ধরনের পরিবেশ দূষক যা সাগরের গভীরতম স্থান থেকে শুরু করে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। 'নেচার মেডিসিন' জার্নালে টক্সিকোলজিস্ট ম্যাথিউ ক্যাম্পেন জানিয়েছেন, এই গবেষণায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগেরই মস্তিষ্কে কম করেও ৭ গ্রাম করে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে পেট প্লাস্টিক, যা দিয়ে তৈরি হয় জলের বোতল, কারও শরীরে মিলেছে পলিস্টেরাইন— যা থাকে খাবারের কন্টেনারে। আবার কিছু মানুষের মস্তিষ্কে পাওয়া গিয়েছে পলিইথাইলিন, যা দিয়ে তৈরি হয় প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ। এক-এক জনের মস্তিষ্কে আবার এই প্লাস্টিকের দু'-তিন রকমের কণাও পাওয়া গিয়েছে। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত, এমন ১২ জন প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে, এইসব মানুষের মস্তিষ্কে জমে থাকা প্লাস্টিকের পরিমাণ স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের থেকে প্রায় ১০ গুণ বেশি।

কীভাবে মস্তিষ্কে পৌঁছয়

মাইক্রোপ্লাস্টিক-সহ আরও ছোট ন্যানোপ্লাস্টিক আমাদের পরিবেশে সর্বত্র বিদ্যমান এবং বিভিন্ন পথে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে :

শ্বাসগ্রহণ (Inhalation) : বাতাসের মধ্যে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিকের কণা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা। এটি প্লাস্টিকের মস্তিষ্কে পৌঁছানোর একটি প্রধান পথ বলে মনে হয়, সম্ভবত ঘ্রাণ-সংক্রান্ত বাল্বের (olfactory bulb) মাধ্যমে।

খাদ্য গ্রহণ (Ingestion) : দূষিত খাদ্য, জল এবং পানীয় গ্রহণ করা।

ত্বকের সংস্পর্শ (Dermal contact) : যদিও এটির মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্লাস্টিক পৌঁছোনোর সম্ভাবনা কম, কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে যে ত্বকের সংস্পর্শ একটি এক্সপোজার রুট হতে পারে মাত্র। একবার শরীরে প্রবেশ করলে, এই ক্ষুদ্র কণাগুলি রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। ছোট কণা, বিশেষ করে ন্যানোপ্লাস্টিক, ব্লাড-ব্রেইন ব্যারিয়ার (BBB) বা রক্ত মস্তিষ্ক ব্যবধায়ক অতিক্রম করতে সক্ষম। BBB হল একটি অত্যন্ত নির্বাচিত ঝিল্লি যা মস্তিষ্ককে রক্তের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে। আকারে খুব ছোট হওয়ায় (এক মাইক্রোমিটারের চেয়ে ছোট) ন্যানোপ্লাস্টিক-এর কণাগুলি BBB-কে আরও সহজে ভেদ করতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে প্লাস্টিকের কণাগুলি কোলেস্টেরলের মতো অণুগুলির আবরণ দ্বারা আবৃত হয়, যা তাদের BBB-এর মধ্য দিয়ে অলক্ষিতভাবে যেতে দেয়। BBB-এর অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করে, মাইক্রোপ্লাস্টিকের দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ। এটি BBB-কে দুর্বল করে দেয় ও এর ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে। ফলে সমস্তরকম ক্ষতিকর পদার্থকে এরা মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেয়।

মস্তিষ্কের ক্ষতির সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

একবার মাইক্রোপ্লাস্টিক মস্তিষ্কে জমা হলে, তারা বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কে ক্ষতিসাধন করে। মস্তিষ্কের ইমিউন কোষ, যাকে মাইক্রোগ্লিয়া বলা হয়, তাদের দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিক ধ্বংস করা যেতে পারে। তবে এই ঘটনা ঘটানোর জন্য এই কোষগুলি অত্যধিক সক্রিয়তা দেখায়। যা ফলে মস্তিষ্কে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ফলে নিউরোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেকসময় মাইক্রোপ্লাস্টিক ভেঙে আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হওয়ার পরেও মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র রক্তবাহগুলিতে আটকে যেতে পারে, যা রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন এবং পুষ্টির অভাব (ইস্কেমিয়া) দেখা যায় এবং স্ট্রোকের মতো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আবার এই

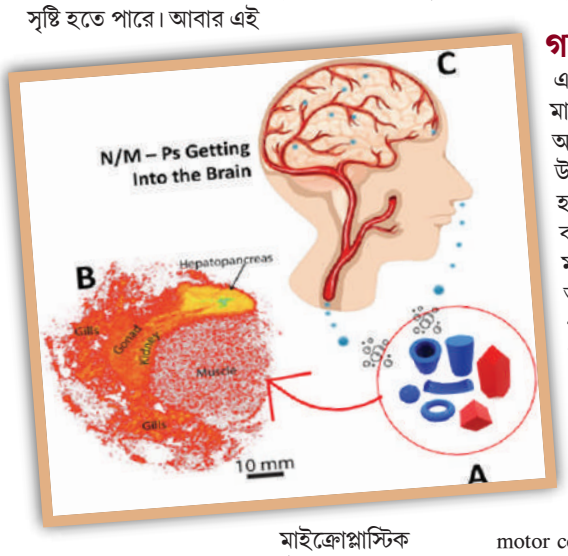

মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলি গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্কের কাঠামোতে আঘাত করতে পারে এবং তার ক্ষতি করতে পারে, যেমন— মায়েলিন শিদ (যা নিউরোনকে আবৃত করে রাখে) এবং মাইক্রোটিউবিউল্স (যা স্নায়ু কোষের গঠন এবং কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য)। যার ফলে নিউরোন বা স্নায়ুকোষের গঠন বিনষ্ট হয় যা সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কের সমস্ত কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক নিউরোডিজেনারেটিভ রোগের সাথে যুক্ত প্রোটিনগুলির একত্রিতকরণের জন্য একটি 'বীজ' হিসেবে কাজ করে, যেমন অ্যামাইলয়েড-বিটা (যা আলঝাইমার রোগের সাথে যুক্ত) এবং আলফা-সিনুক্লেইন (যা পারকিনসন রোগের সাথে যুক্ত) একত্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক অতিসক্রিয় অক্সিজেন (ROS)-এর উৎপাদন বাড়িয়ে মস্তিষ্কে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়াতে সাহায্য করে, যা ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে নষ্ট করতে থাকে ফলে নিউরোডিজেনারেশন দেখা যায়। কিছু গবেষণায় আবার বলা হয়েছে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিউরোট্রান্সমিটারগুলির ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে, যেমন ডোপামিন এবং অ্যাসিটাইলকোলিন-এর ভারসাম্য এরা বিঘ্নিত করে, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার। বলা বাহুল্য ডোপামিন কিন্তু স্মৃতিসংরক্ষণ তথা নতুন স্মৃতি গঠনের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় নিউরোট্রান্সমিটার।

গবেষণার ফলাফল এবং উদ্বেগ

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক মানব মস্তিষ্কের টিস্যুতে অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে উপস্থিত। গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পরিমাণ সময়ের সাথে ক্রমশ বাড়ছে। গবেষণায় মস্তিষ্কে উচ্চমাত্রার মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং ডিমেনশিয়ার মতো অবস্থার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। তবে প্লাস্টিক রোগটি ঘটায় নাকি রোগের প্রক্রিয়া মস্তিষ্ককে প্লাস্টিক জমার জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে তা এখনও স্পষ্ট নয়। সাধারণত প্রাণীদের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংস্পর্শে স্মৃতিশক্তির হ্রাস ঘটে, movement কমে যায় এবং দুর্বল motor coordination-সহ একাধিক আচরণগত এবং বুদ্ধির সমস্যা দেখা যায়।

মস্তিষ্কের বিকাশেও এর গভীর প্রভাব থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, যার ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংস্পর্শে বুদ্ধির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আচরণের ওপরও এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমানে প্লাস্টিকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও মানুষের প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা যে মানব মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে তা আমরা বুঝতেও পারছি না, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যে মানুষের স্মৃতিশক্তিকে গ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকেও প্রভাবিত করবে তার অশনিসংকেত কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই দেখতে শুরু করেছেন। যার ফলে আমাদের বুদ্ধাঙ্ক ধীরে ধীরে লোপ পাবে আর তার সাথে লোপ পাবে আমাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ার গর্ব।

১৪
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

9 September, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসি প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ হওয়ার দৌড়ে ভারতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ

বদলার জয়ে আলকারেজের ট্রফি

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : উইম্বলডন ফাইনালের হারের বদলা ইউএস ওপেন ফাইনালে! বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনারকে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ সেটে হারিয়ে তিন বছর পর ফের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজ।

চলতি বছরে এই নিয়ে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন আলকারেজ ও সিনার। সেখানেও ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রইল স্প্যানিশ তারকা। শুধু তাই নয়, সিনারকে টপকে এটিপি তালিকার এক নম্বর স্থানেরও দখল নিলেন আলকারেজ। সিনার নেমে গেলেন দু'নম্বরে। আলকারেজকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। তিনি লিখেছেন, অভিনন্দন কার্লোস আলকারেজ। ফের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার জন্য। অসাধারণ একটা মরশুমের জন্য আরও একবার তোমাকে অভিনন্দন।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনাল চার সেটে গড়ালেও, কার্যত রাজত্ব করলেন আলকারেজই। ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেন তিনি। গোটা টুর্নামেন্টে অসাধারণ ফর্মে ছিলেন স্প্যানিশ তারকা। সেই ছন্দ বজায় রইল ফাইনালেও।

প্রথম সেট সহজেই জিতে নেন আলকারেজ। তবে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন সিনার। দেখে মনে হচ্ছিল, উইম্বলডন ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। কিন্তু তৃতীয় সেটে আলকারেজকে অপ্রতিরোধ্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে, সিনার বেশ কিছু ভুল করে ডুবেছেন। চতুর্থ সেটেও ছবিটা বদলায়নি। শুরুতেই সিনারের সার্ভিস ব্রেক করেন আলকারেজ। এরপর স্প্যানিশ তারকাকে আর রুখতে পারেননি সিনার।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন আলকারেজ (ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেন) ও সিনার (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন)। এখানেই শেষ নয়, শেষ ১১টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে ১০টিই হয় আলকারেজ অথবা সিনার জিতেছেন! বোঝাই যাচ্ছে টেনিসে নতুন যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে।

কোর্টে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, কোর্টের বাইরে কিন্তু দু'জনেই ভাল বন্ধু। যা ধরা পড়েছে ইউএস ওপেন ফাইনাল শেষ হওয়ার পর। ট্রফি হাতে প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন আলকারেজ। স্প্যানিশ তারকার বক্তব্য, তুমি আমার কাছে পরিবারের থেকেও কাছের। তোমার সঙ্গে কোর্ট এবং লকার রুম ভাগ করতে ভাল লাগে। স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই, তোমাকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। আমাদের এই লড়াই, দু'জনকেই আরও ভাল, আরও পরিণত খেলোয়াড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

পাল্টা আলকারেজের প্রশংসা করে সিনার বলেন, তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা। আজ তুমি আমার থেকে ভাল খেলেছ। যোগ্য হিসাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছ। আমি নিজের সেরাটাই দিয়েছি। এর থেকে ভাল খেলতে পারতাম না।

ট্রফি হাতে আলকারেজ। ইউএস ওপেন জয়ের পর।

অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল

আজ বড় জয় চাই সুহেলদের

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব-২৩ এএফসি এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে মঙ্গলবার ভারতের সামনে ব্রুনেই। প্রথম ম্যাচে বাহরিনকে দু'গোলে হারিয়ে চমক দিয়েছিল নৌশাদ মুসার ভারত। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে কাতারের বিরুদ্ধে বিতর্কিত পেনাল্টিতে ১-২ গোলে হারতে হয়েছে। যদিও ফিফা ক্রমতালিকায় অনেক এগিয়ে থাকা কাতারের বিরুদ্ধে মহম্মদ সুহেল, সানানদের পারফরম্যান্স সবার মন জয় করেছিল। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এইচ'-এর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। মূলপর্বের আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কারণ ১১টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেরা চারটি দল মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফলে শেষ ম্যাচে ব্রুনেইকে বড় ব্যবধানে হারাতেই হবে সুহেলদের।

দর্শক ট্রাম্পকে গ্যালারির বিদ্রুপ

সিনার-আলকারেজের ইউএস ওপেন ফাইনালে উপস্থিত ট্রাম্প।

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেন ফাইনাল দেখতে এসে দর্শকদের বিদ্রুপের শিকার হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণ, তাঁর জন্যই ফাইনাল আধ ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছিল!

ট্রাম্প ফাইনাল দেখতে আসবেন, এই খবরে সিলমোহর পড়তেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছিল আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামকে। দর্শকদের প্রত্যেকের চিরুনিতল্লাশি নেওয়া হয় স্টেডিয়ামে ঢোকার আগে। ফলে নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় দুপুর ২টোর পরিবর্তে আড়াইটেয় শুরু হয়েছিল কার্লোস আলকারেজ বনাম জানিক সিনারের ম্যাচ। দর্শকদেরও স্টেডিয়ামে ঢোকার আগে তল্লাশির কারণে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ট্রাম্প স্টেডিয়ামে ঢোকার পর আলাদা করে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু প্রথম সেটের পর, জায়ান্ট স্ক্রিনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ ভেসে উঠতেই দর্শকেরা বিদ্রুপ করতে শুরু করে দেন। যদিও এমনটা হতে পারে এমন আশঙ্ক করে আয়োজকেরা আগেই ম্যাচের সম্প্রচারকারী টিভি সংস্থাকে বলে রেখেছিলেন, তেমনটা হলে মিউট করে দেওয়ার জন্য। তবে গোটা ব্যাপারটা যে তিনি একেবারেই উপভোগ করেননি, সেটা ট্রাম্পের শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল। সব মিলিয়ে বিতর্ক যেন ট্রাম্পের পিছু ছাড়ছে না!

মেসিহীন আর্জেন্টিনার সামনে এবার ইকুয়েডর

বলিভিয়ার মুখোমুখি ব্রাজিল

গুয়াকিল ও এল আল্টো , ৮ সেপ্টেম্বর : বুধবার ভোরে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। দু'টি দলই ইতিমধ্যেই আগামী বছরের বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে। তাই শেষ ম্যাচটা দু'দলের কাছে নেহাতই নিয়মরক্ষার।

বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা অ্যাওয়ে ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ইকুয়েডরের। লিওনেল মেসি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই ম্যাচ তিনি খেলবেন না। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনিও জানিয়েছেন, আগের ম্যাচের শেষ দিকে মেসি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যেহেতু দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচ খেলছে, তাই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি। সবদিক ভেবেই ওকে ইকুয়েডর ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এদিকে, পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। কার্লো আনচেলোত্তির ফুটবলারদের খেলতে হবে এল আল্টোতে। যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ কয়েক মাইল উঁচুতে। ফলে ফুটবলারদের দমে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। চিলির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে দারুণ খেলেছে ব্রাজিল। বিশেষ করে, দুই তরুণ তুর্কি এস্তাভাও এবং এনড্রিকের পারফরম্যান্স তো ছিল রীতিমতো নজরকাড়া।

আনচেলোত্তি নিজেও চাইছেন আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে নিজের দল গুছিয়ে নিতে। তাই আগামী কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলবে ব্রাজিল। তবে কোটি টাকার প্রশ্ন হল, আনচেলোত্তির বিশ্বকাপ দলে নেইমার দ্য সিলভার জায়গা হবে কি না!

আর্জেন্টিনা ফুটবলারদের প্রস্তুতি।

জয়ে ফিরল জার্মানি

তুরস্ককে আধ ডজন গোলে ওড়াল স্পেন

ইস্তাম্বুল, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে টানা দ্বিতীয় জয় পেল স্পেন। গ্রুপ 'ই'-র ম্যাচে প্রতিপক্ষ তুরস্ককে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে স্প্যানিশরা। অন্যদিকে, স্লোভাকিয়ার কাছের হারের ধাক্কা সামলে জয়ের সরণিতে ফিরেছে জার্মানি। উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানরা। যা বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে জার্মানির প্রথম জয়। বাছাই পর্বের অন্য একটি ম্যাচে জিতেছে নেদারল্যান্ডসও।

হ্যাটট্রিকের পর স্পেনের মেরিনো।

স্প্যানিশদের জয়ের নায়ক মিকেল মেরিনো। আর্সেনাল তারকা হ্যাটট্রিক করেছেন। জোড়া গোল করেন পেদ্রি। একটি গোল ফেরান তোরেসের। এদিনের জয়ের পর, টানা ২৭ ম্যাচে (২২টি জয়, ৫টি ড্র) অপরাজিত রইল স্পেন। ম্যাচের ৬ মিনিটেই পেদ্রির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্পেন। ২২ ও ৪৫ মিনিটে দু'টি গোল করেন মেরিনো। ৫৩ মিনিটে তোরেসের গোলে ৪-০। ৫৭ মিনিটে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন মেরিনো। ৬২ মিনিটে পেদ্রো ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন।

অন্যদিকে, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ মিনিটেই জার্মানিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বেইলি পিকক-ফারেল। যদিও ৩৩ মিনিটে ১-১ করে দেন আইরিশ স্ট্রাইকার ইসাক প্রাইস। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বাড়তি তাগিদ নিয়ে ঝাঁপিয়েছিল জার্মানি। ৬৯ মিনিটে নাদিয়েম আমিরির গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় জার্মানরা। তিন মিনিট পরেই দুরন্ত ফ্রি-কিকে ৩-১ করেন ফ্লোরিয়ান উইৎজ। অন্য একটি ম্যাচে নেদারল্যান্ডল ৩-২ গোলে হারিয়েছে লিথুয়ানিয়াকে। জোড়া গোল মেমফিস ডিপাইয়ের। একটি গোল করেন কুইন্টন টিম্বার। বেলজিয়াম আবার ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিখটেনস্টেইনকে। দু'টি করে গোল করেন কেভিন ডি'ব্রুইন ও জেরেমি ডোকু। একটি করে গোল নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়েরের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঞ্জাবের বন্যার্তদের পাশে হরভজন সিং। দিলেন ১১টি নৌকা-সহ অ্যাম্বুল্যান্সও

মাঠে ময়দানে

9 September, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

টাইব্রেকারে ওমান-জয়, গুরপ্রীতের হাতেই ব্রোঞ্জ

ভারত ১ (৩) (উদান্তা)
ওমান ১ (২) (ইয়াহমাদি)

হিসোর, ৮ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের কোচ হিসাবে অভিষেক টুর্নামেন্টেই চমক খালিদ জামিলের। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা ওমানকে হারিয়ে কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত। সোমবার নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ ড্র থাকার সুবাদে ম্যাচ গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও কোনও গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। আর পেনাল্টি শুটআউটে বাজিমাত ভারতের। প্রসঙ্গত, ওমানের বিরুদ্ধে এটাই ভারতের প্রথম জয়।

টাইব্রেকারে ভারতের হয়ে হয়ে গোল করেন ছাংতে, রাহুল ভেকে ও জিতিন। ব্যর্থ হন আনোয়ার আলি এবং উদান্ত সিং। অন্যদিকে, ওমান নিজেদের প্রথম চারটি শটের দু'টিই মিস করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ওমানের পঞ্চম শট রুখে দিয়ে ম্যাচের নায়ক ভারতীয় গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

এদিন ম্যাচের শুরুতে অবশ্য দাপট দেখিয়েছিল ওমান। প্রথম ১০ মিনিট টানা আক্রমণ শানিয়ে ভারতীয় রক্ষণকে রীতিমতো চাপে রেখেছিলেন ওমানের ফুটবলাররা। তবে ১৩ মিনিটে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন আনোয়ার। বক্সের মধ্যে ফাঁকায় বল পেলেও আনোয়ার সরাসরি হেড করেন বিপক্ষ গোলকিপারের হাতে। এর কয়েক মিনিট পরেই ভেকে ও গুরপ্রীতের ভুল বোঝাবুঝিতে বল পেয়ে যান ওমানের আর রাওয়াহি। কিন্তু তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণের চাপ বাড়াতে থাকে ওমান। ৫৫ মিনিটে গোলও তুলে নেয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। বাঁ দিক থেকে ভেসে আসা ক্রস থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে গুরপ্রীতকে পরাস্ত করেন জামিল আল ইয়াহমাদি। পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া খালিদ মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন উদান্তা ও সুরেশ সিংকে। মাঠে নামার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে দেন উদান্তা। ৭৮ মিনিটে ভেকের লম্বা থ্রো দানিশ ফারুকের মাথা ছুঁইয়ে উদান্তার কাছে যেতেই শরীর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হেডে গোল করেন তিনি। অতিরিক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন ওমানের আলি সুলেমান আল বুসাইদি। ফলে ১০ জনে হয়ে গিয়েছিল তারা। এরপর টানটান উত্তেজনার মধ্যে টাইব্রেকারে দলকে দুর্দান্ত জয় এনে গুরপ্রীত। ওমানের হয়ে পঞ্চম শট নিতে এসেছিলেন ইয়াহমাদি। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে গুরপ্রীত। সোমবার।

হংকং ওপেনে সাত্ত্বিক-চিরাগ

হংকং, ৮ সেপ্টেম্বর : ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয়ের পর, ফের কোর্টে নামছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা হংকং ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টে খেলবেন ভারতীয় জুটি। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন, এইচ এস প্রণয়, কিদাম্বি শ্রীকান্তের মতো অন্য ভারতীয় তারকারাও। বিশ্ব ক্রমতালিকার তিনে উঠে আসা সাত্ত্বিক-চিরাগ প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন চিনা তাইপের জুটি চিউ সিয়াং চিহ ও ওয়াং চি লিনের। অন্যদিকে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পুরনো ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সিন্ধু। প্রথম রাউন্ডে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ডেনমার্কের লাইন ক্রিস্টোফারসেন।

চূড়ান্ত অফ ফর্মে থাকা আরেক ভারতীয় তারকা লক্ষ্য সেন প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন চিনা শাটলার ওয়াং জু উইয়ের। বহুদিন হয়ে গেল কোনও সাফল্য নেই লক্ষ্যর। শেষ চারটে টুর্নামেন্টেরই প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। ফলে হংকং ওপেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া লক্ষ্যর কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। আরেক ভারতীয় শাটলার প্রণয় অভিযান শুরু করবেন টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই জাপানের কোদাই নারাওকার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে।

চল্লিশেও টেক্কা, রোনাল্ডোর দাবি

ফিটনেসের রহস্য বলতে পর্যাপ্ত ঘুম

লিসবন, ৮ সেপ্টেম্বর : চল্লিশ বছর বয়সেও ক্লাব ও দেশের হয়ে নিয়মিত গোল করে চলেছেন। পাল্লা দিচ্ছেন হাঁটুর বয়সি সতীর্থদের সঙ্গে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ফিটনেস দেখে চমকে যাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরাও। এই বয়সেও তিনি কীভাবে এতটা ফিট? সেই রহস্য নিজেই ফাঁস করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো জানিয়েছেন, ফিট থাকার জন্য তিনি শরীরচর্চার পাশাপাশি বাড়তি গুরুত্ব দেন ঘুম ও খাওয়াকে। সিআর সেভেনের বক্তব্য, আমি কখনও এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না। সারাক্ষণ হেঁটে বেড়াই। কখনও জর্জিনার সঙ্গে হাঁটি। আবার কখনও সন্তানদের সঙ্গে। দিনে অন্তত ১৭ হাজার পা হাঁটি। ম্যাচ থাকলে, সেটা তো আরও বেড়ে যায়। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘুম এবং খাওয়া। আমি দিনে অন্তত সাড়ে ৯ ঘণ্টা ঘুমোই। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর তরতাজা থাকবে না।

তাঁর পুষ্টিবিদ যে রুটিন তৈরি করে দিয়েছেন, সেটা মেনেই রোনাল্ডো খাওয়াদাওয়া করেন। বাইরের খাবার একেবারেই খান না। পাশাপাশি চেষ্টা করেন রাত এগারোটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ার। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতিমধ্যেই ১৪০টি গোল করে ফেলেছেন। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে করেছেন ৯৪২টি গোল। ১ হাজার গোলের মাইলস্টোন থেকে আপাতত ৫৮ ধাপ দূরে রয়েছেন রোনাল্ডো।

সাত গোলে জয় বাংলার

প্রতিবেদন : জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে ফের ৭-০ গোলে জিতল বাংলা। প্রথম ম্যাচে মেঘালয়কে সাত গোল দেওয়ার পর, সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচেও রেলওয়েজকে ৭-০ গোলে চূর্ণ করলেন বাংলার মেয়েরা। এদিন হ্যাটট্রিক করেন বাংলার রিম্পা হালদার। প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা সুলঞ্জনা রাউল করলেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেন মৌসুমি মুর্মু এবং সঙ্গীতা বাসফোর। কৃষ্ণনগরের মাঠে আয়োজিত ম্যাচে আগাগোড়া দাপট ছিল বাংলার মেয়েদের। শুরু থেকেই বাংলার আক্রমণের ঝড়ে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেল রেলওয়েজ। দু'ম্যাচে ১৪ গোল! বাংলার মেয়েরা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছেন।

হরমনদের নজর বিশ্বকাপে

সিঙ্গাপুরকে ১২ গোল, সুপার ফোরে মেয়েরা

হাংঝাউ, ৮ সেপ্টেম্বর : ছেলেরা সদ্য হকিতে এশিয়া সেরা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াতে আয়োজিত মেয়েদের এশিয়া কাপ হকিতেও দুর্দান্ত ছন্দে ভারত। সোমবার সিঙ্গাপুরকে ১২-০ গোলে বিধ্বস্ত করে সুপার ফোরে জায়গা করে নিলেন নভনীত কৌররা। এদিন ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন নভনীত ও মুমতাজ খান। নেহা গোয়েল করেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেন লালরেমসিয়ামি, উদিতা, শর্মিলা দেবী এবং রুতুজা পিসাল।

এই গ্রুপেরই অন্য ম্যাচে জাপান ৬-০ গোলে হারিয়েছে থাইল্যান্ডকে। জাপানের সঙ্গে পয়েন্ট (৩ ম্যাচে ৭) সমান হলেও, গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে গেল ভারত। সুপার ফোরের বাকি দুই দল চিন এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

এদিকে, দেশের মাটিতে এশিয়া সেরা হওয়ার পর হরমনপ্রীত সিংদের পাখির চোখ এবার আগামী বছরের বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলছেন, দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার এশিয়া কাপ জয়। আমরা দারুণ খুশি। তবে এখানেই থামলে চলবে না। আমাদের লক্ষ্য এবার বিশ্বকাপ। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাই।

আরও একটি গোলের প্রয়াস। সিঙ্গাপুর ম্যাচে।

ভারতীয় দলের কোচ ক্রেগ ফুলটনও বলছেন, আমার ছেলেরা এশিয়া সেরা হয়ে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তবে বিশ্বকাপে আরও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে। তবে আমার দলও চ্যালেঞ্জটা নিতে তৈরি। ফুলটনের সংযোজন, ধীরে ধীরে দলের গভীরতা বাড়ছে। এশিয়া কাপে ১০ দিনের মধ্যে ৭টি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। আমার ছেলেরা শারীরিকভাবে বাকি দলগুলোর তুলনায় বেশি শক্তিশালী ছিল। সেটাই ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।

স্থায়ী স্পনসর চেয়ে চিঠি দিল ক্লাবজোট

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০২৫-'২৬ মরশুমের আইএসএলের স্পনসরের জন্য টেন্ডার ডাকার তোড়জোড় শুরু করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। পাশাপাশি সুপার কাপের দিনক্ষণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্লাবগুলোকে। এই পরিস্থিতিতে, সোমবার ফেডারেশনকে পাল্টা চিঠি দিল আইএসএলের ১০টি ক্লাবের জোট। তাদের দাবি, আইএসএলের জন্য আর্থিকভাবে শক্তিশালী স্থায়ী স্পনসর খোঁজা হোক।

বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, পাঞ্জাব, গোয়া, হায়দরাবাদ, কেরালা, নর্থইস্ট, ওড়িশা, মুম্বই এবং জামশেদপুর ক্লাবের পক্ষ থেকে মিলিতভাবে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফেডারেশন যেভাবে আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্বের টেন্ডারের জন্য তৎপরতা দেখিয়েছে, তা প্রশংসার যোগ্য। আমরা আশাবাদী, ফেডারেশন দীর্ঘমেয়াদি স্পনসর খুঁজে পাবে। তাতে ক্লাবগুলি নিজেদের পরিকল্পনা বজায় রাখতে পারবে। নিজেদের স্পনসর ধরে রাখতে পারবে। সবথেকে বড় কথা, যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সেটাও কাটবে।

প্রসঙ্গত, সোমবারই ফেডারেশন সব ক'টি আইএসএল ক্লাবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব দলকে সুপার কাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তার পরেই টুর্নামেন্টের ভেনু এবং সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে। এই চিঠি পেয়েই পাল্টা চিঠি দিয়েছে ক্লাবজোট। তাদের স্পষ্ট দাবি, আইএসএলের জন্য আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদি স্পনসরের। যাতে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি একটি দক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার হাতে থাকে।

কোচ গম্ভীর ও বিসিসিআইকে তোপ দেগে শার্দূল ঠাকুর বললেন, ক্রিকেটারদের শরীরের খেয়ালই রাখা হয় না

তিন স্পিনারের ভাবনা ভারতের

আমরা লড়ব, দাবি আমিরশাহি কোচ রাজপুতের

আজ শুরু এশিয়া কাপ

প্রস্তুতির ফাঁকে সাময়িক বিশ্রাম। দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : কাল, বুধবার এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে নামছে ভারত। প্রতিপক্ষ স্থানীয় দল আরব আমিরশাহি। এ গ্রুপের আর দুটি দল হল পাকিস্তান ও ওমান। অন্য গ্রুপে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও হংকং।

দলগত শক্তির বিচারে এই ম্যাচে ভারত অনেক এগিয়ে। আমিরশাহির কোচ হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার লালচাঁদ রাজপুত। তিনি বলেছেন, ভারত বড় দল। পরিষ্কার ফেবারিট। কিন্তু যারা ভাল খেলবে তারাই জিতবে। রাজপুতের দাবি, তাঁর দল রীতিমতো ব্যালান্সড। টি ২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে।

ভারতীয় দল কেমন হবে সেটা নিয়ে গম্ভীররা এখনও কোনও ইঙ্গিত দেননি। তবে রবিবার বিশ্রামের পর সোমবার আবার মাঠে নেমেছেন সূর্যরা। যা শোনা যাচ্ছে তাতে প্রথম ম্যাচে সঞ্জু স্যামসন, রিঙ্কু সিং, হর্ষিত রানা ও শিবম দুবেকে বসতে হবে। অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংস শুরু করবেন শুভমন গিল। তিনে তিলক ভার্মা ও চারে অধিনায়ক সূর্য হয়তো আসবেন। পেস আক্রমণে বুমরার পাশে থাকবেন অর্শদীপ সিং। থার্ড সিমার হিসাবে থাকছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

কুলদীপ যাদব প্রথম এগারোয় থাকবেন কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু যা শোনা যাচ্ছে তাতে তিনি প্রথম এগারোয় থাকবেন। যার অর্থ হল ভারত দুই রিস্ট স্পিনার নিয়ে মাঠে নামবে। অন্য জন হলেন বরুণ চক্রবর্তী। তৃতীয় স্পিনার হিসাবে খেলবেন অক্ষর প্যাটেল। দুবাইয়ের উইকেট বরাবর স্লো টার্নার হয়। এখানে স্লো বোলাররা সুবিধা পান। উইকেট ও পরিবেশের জন্য স্পিনকে গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় দল। তাছাড়া কুলদীপ ২০২৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন। আইপিএলে ভাল খেলেছেন। আর বরুণ ও অক্ষর সাদা বলে ধারাবাহিকভাবে ভাল করেছেন।

আমিরশাহি দল সম্প্রতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলায় ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে রয়েছে। কোচ রাজপুত বলেছেন, আমরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলব। আর এই ফর্ম্যাটে একজন বোলার বা ব্যাটার একাই ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারে। আমার মনে হয় যারা ভাল খেলবে তারাই জিতবে। তিনি আরও যোগ করেন, আমাদের ব্যাটিং শক্তিশালী। স্পিন আক্রমণও তাই। প্লেয়াররাও এখানে খেলে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এখন এটা দেখতে হবে যে বড় দলের সামনে ওরা কেমন করে। ছেলেরা সবাই ভারতের বিরুদ্ধে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। একটু নার্ভাসনেস হয়তো শুরুতে থাকবে। তবে ওরা সেটা কাটিয়ে উঠবে। এদিকে, মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে ৮ দলের এশিয়া কাপ। প্রথমদিন আফগানিস্তান খেলবে হংকংয়ের সঙ্গে।

কুলদীপকে খেলাও, সূর্যদের বার্তা শাস্ত্রীর

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর : কাল এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ। তার আগে প্রথম এগারো নিয়ে বিস্তর সমস্যায় পড়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। কাকে খেলাবেন আর কাকে বাইরে রাখবেন? এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের চাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী। তিনি কুলদীপ যাদবের হয়ে আওয়াজ তুলেছেন। বলেছেন কুলদীপ এশিয়া কাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

কুলদীপকে খেলানো মানে ভারতকে দুই রিস্ট স্পিনারে যেতে হবে। সেটা আদৌ গম্ভীররা মানবেন কিনা প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন হেড কোচ বলেছেন, এটা সম্ভব। দলে দুজন কোয়ালিটি রিস্ট স্পিনার থাকলে খেলাতে আপত্তি কোথায়! তাছাড়া কুলদীপ এখন দারুণ ছন্দে রয়েছেন। বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁকে একসঙ্গে খেলাতে কোনও সমস্যা হবে না।

এই জুটিকেই দেখতে চান শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী বলেছেন, আমি হলে এরকম কোয়ালিটির দুই রিস্ট স্পিনারকে একসঙ্গে খেলাতাম। কুলদীপ এখন সেরা ছন্দে রয়েছে। গত আইপিএলে খুব ভাল বল করেছে। ওর কপাল খারাপ যে ইংল্যান্ডে খেলার সুযোগ পায়নি। সেটা ভারতীয় দলের স্ট্রেংথ ও ওখানকার কন্ডিশনের জন্য। কিন্তু এশিয়া কাপে কুলদীপ বরুণ ও অক্ষরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ২০২৪ টি ২০ ফাইনালে কুলদীপ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষবার ভারতের হয়ে খেলেছেন। তার আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সিরিজে চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৫ আইপিএলে তিনি দারুণ বোলিং করেছেন। ১৩ ম্যাচে নেন ১৫টি উইকেট। টি ২০-তে কুলদীপের ৬৯টি উইকেট রয়েছে।

আইপিএলে অবসাদ গ্রাস করেছিল : গেইল

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর : তিনি খোলামনের মানুষ। হাসি-ঠাট্টায় জীবন কাটাতে চান। কিন্তু সেই ক্রিস গেইল আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলার সময় অবসাদে চলে গিয়েছিলেন। সেটা ২০২১-এর আইপিএল। এরপর আর কখনও এই মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নেননি।

গেইল বলেছেন, পাঞ্জাব কিংস তাঁকে চরম অপমান করেছিল। আর তাঁর আইপিএল কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্যই। গেইলের কথায়, ওরা আমার মতো সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করেছে। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমাকে খেলাত না। ওই সময় অবসাদে চলে গিয়েছিলাম। টাকা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি মানসিক শান্তি চাইছিলাম। এটা কোভিডের ঠিক পরের ঘটনা। সবাইকে জৈব দুর্গের মধ্যে থাকতে হত। আমি ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছিলাম। মুম্বইয়ের সঙ্গে ম্যাচের পর আর থাকতে চাইছিলাম না। কোচ অনিল কুম্বলেকে সেটা বলি। তিনি আমাকে থাকতে বলেছিলেন। অধিনায়ক রাহুলও সেটাই বলেছিল। কিন্তু আমি ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আইপিএলে ৬৬ বলে ১৭৫ রানের রেকর্ড আছে গেইলের। তিনি মনে করেন এই রেকর্ড যে কোনও দিন ভেঙে যেতে পারে। বৈভব কি অসাধারণ ব্যাট করে। কোনও ভয় নেই। আমি ওই বয়সে স্কুলে পড়তাম। অনূর্ধ্ব ১৪ দলে খেলতাম। এইসঙ্গে গেইল জানান, ইউনিভার্স বস নাম তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৭ অল আউট হলে তাঁর মনে হয় তিনি এখনও ক্যারিবিয়ান দলের সদস্য। এছাড়া ২০১২ সালের বিশ্বকাপ জয় তাঁর কাছে সেরা ঘটনা। তারপরই গেইল প্রথমবার গ্যাংনাম নাচ নেচেছিলেন।

ভারত ম্যাচের গেমপ্ল্যান তৈরি, দাবি পাকিস্তানের

বাঁদিকে শাহিন আফ্রিদি। (ডানদিকে) পাক অধিনায়ক সলমন আগা। দুবাইয়ে।

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের আগে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে পাক শিবির। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। আর আগামী রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। তার আগেই সূর্যকুমার যাদবদের নাম না করে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সলমন আগা। পাক অধিনায়ক ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্র জোড়া স্পিনার। আফগানিস্তানকে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়ের পর আগার হুঙ্কার, দরকার হলে জোড়া স্পিনার নিয়ে মাঠে নামব। এখানকার পরিবেশ বুঝে গিয়েছি। দেখলাম, দুই স্পিনারে খেললে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আমরাও আফগান স্পিনারদের খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি। ত্রিদেশীয় সিরিজ জয় নিঃসন্দেহে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। একে আমরা এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছি। পাকিস্তান অধিনায়ক আরও বলেছেন, আমরা তৈরি। দলের সবাই খুব ভাল ফর্মে রয়েছে। নওয়াজ ফিরে আসার পর দারুণ খেলছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সব বিভাগেই প্রচুর উন্নতি করেছি। এশিয়া কাপে ভাল ফলের জন্য আত্মবিশ্বাসী।

আগা আরও জানিয়েছেন, তাঁর ধারণা, দুবাইয়ের পিচে খুব বেশি রান উঠবে না। লো স্কোরিং ম্যাচ হবে। তিনি বলেন, আমরা মনে হয়, এখানকার উইকেটে ১৪০ রানই লড়াই করার জন্য যথেষ্ট। তাই যে দল ভাল বোলিং করবে, তারাই জিতবে। আমাদের বোলাররা খুব ভাল ফর্মে রয়েছে। বিশেষ করে, স্পিনাররা। আর এখানকার পিচে স্পিনাররাই ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।